জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা
আগস্ট সংখ্যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্মরণে ৮ পৃষ্ঠা এবং
জাদুঘরের নিয়মিত কার্যক্রম ৪ পৃষ্ঠাসহ মোট ১২ পৃষ্ঠা

নবপর্যায় : ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আগস্ট ২০২০

# মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমান জন্মশতবর্ষ

## বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি আহরণ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষে গোটা জাতির সঙ্গে মিলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও বিভিন্নভাবে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে সচেষ্ট রয়েছে। ১৯৯৬ সালের মার্চে জাদুঘরের যাত্রা শুরুর দিন থেকে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির মুক্তি-আন্দোলনের স্মারক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের কাজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর করে আসছে। এক্ষেত্রে আমাদের জন্য বিশেষ প্রেরণামূলক হয়েছে যখন জাদুঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা, তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং শেখ রেহানা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত কতক স্মারক ও দলিলপত্র জাদুঘরের হাতে তুলে দেন। ট্রাস্টি রবিউল হুসাইনের মাধ্যমে এই স্মারক যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পৌঁছায় সে-ছিল সবার জন্য আবেগঘন মুহূর্ত। তারপর থেকে আরো নানাভাবে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির ইতিহাসের স্মারক জাদুঘর লাভ করেছে, যে প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে এবং আরো নানাভাবে চলছে তথ্য সংগ্রহের কাজ।

মুজিব জন্মশত বর্ষ উপলক্ষ্যে যে প্রদর্শনীসমূহ করার পরিকল্পনা ছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তা করোনা সংক্রমণ ও দুর্যোগের কারণে বাস্তব করে তোলা সম্ভব হয়নি, তবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দুর্যোগ মোকাবিলা করে সবাইকে নিয়ে নতুনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে সচেষ্ট রয়েছে। এপ্রিলের গোড়া থেকেই আমরা সামাজিক মাধ্যম ও অনলাইন কার্যক্রম দ্বারা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করি। অনলাইনে 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা' প্রকাশ এর প্রতিফলন এবং বিগত দুই সংখ্যায় করোনাকালে পরিচালিত কার্যক্রমের বিবরণ যুক্ত হয়েছে। এই সমস্ত কাজে জাদুঘরের সুহৃদ, শুভানুধ্যায়ী, নেটওয়ার্কভুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী, তরুণ স্বেচ্ছাকর্মী সবাই স্ব-স্ব ক্ষেত্র থেকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বিশাল সংকটের মুখোমুখি হয়ে আমরা যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলাম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দরজা বন্ধ হলেও আমরা খুলে চলেছি আমাদের জানালা, সেই উপলব্ধি জাদুঘর কর্মীদের শ্রম ও নিষ্ঠায় নানাভাবে সুফল বয়ে আনছে। আমরা আমাদের সম্মিলিত শক্তি নতুনভাবে অনুভব করছি এবং তার বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ ও ব্যবহার শিখছি।

নতুনভাবে পথচলা থেকে আমরা আগস্ট সংখ্যা 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা' বঙ্গবন্ধুর প্রতি নিবেদন করছি। বুলেটিনের আট পৃষ্ঠা জুড়ে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত তথ্য, উদ্যোগ ও পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হলো। এছাড়া অতিরিক্ত চার পৃষ্ঠায় জাদুঘর কর্মকাণ্ডের নিয়মিত বিবরণ পেশ করা হলো।

আশা করি পূর্ববর্তী সংখ্যার মতো বর্তমান সংখ্যাও আপনাদের সুদৃষ্টি ও সহযোগিতা লাভ করবে। আপনারা ফেসবুক, ইমেইল ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক সংযোগ মাধ্যমে এর অধিকতর প্রচারের ব্যবস্থা নেবেন। অব্যাহত সহযোগিতার জন্য সবাইকে জানাই ধন্যবাদ এবং কামনা করি সবার কুশল ও কল্যাণ।

**ট্রাস্টিবৃন্দ,** মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

# বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা

## মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু

১২ আগষ্ট ২০২০

১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু শিরোনামে বিশেষ স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে। স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান। আয়োজনটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পেজ এবং রেডিও স্বাধীনের ফেসবুক পেজ থেকে সম্প্রচার করা হয়। চ্যানেল আই আয়োজনটি সম্প্রচার করে। আয়োজনের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি আলী যাকের ট্রাস্টিবৃন্দের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা এবং আমাদের স্বাধীনতার মূল শক্তি বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে ছিল, যারা শত্রুসেনা পাকিস্তানীদের পক্ষে ছিল তারাই নির্মমভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে। আমরা তাদেরকে ধিক্কার জানাই এবং জাতির পিতার স্মৃতিকে, তাঁর অদম্য স্পৃহা, তাঁর কর্মক্ষমতা এবং সমস্ত প্রাজ্ঞ কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরি। অধ্যাপক রেহমান সোবহান তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর সাম্যবাদী রাজনৈতিক ও সমাজ দর্শন তুলে ধরে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতির পিতার এই আদর্শকে ভিত্তি করে আদর্শ দেশ গড়ার কথা তুলে ধরেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র কথা উল্লেখ করে বলেন বঙ্গবন্ধু দুটি লক্ষ্যে কাজ করেছেন ''He wanted to liberate peasents and workers from Exploitation and he want to eliminate inequality between reach and poor। তিনি এটিও উল্লেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধুর সাম্যবাদের ভাবনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'I myself a no communist, but I believe in socialism and not in capitalism. I believe capitalism is a tool of oppresion.'বক্তৃতা বাংলা সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন ট্রাস্টি মফিদুল হক।

## ন্যায়সম্মত সমাজ-নির্মাণে বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি : বর্তমান প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় দিক

**অধ্যাপক রেহমান সোবহান**

**বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতার সার-সংক্ষেপ :**

বঙ্গবন্ধুর সামাজিক অর্থনৈতিক নীতি গড়ে উঠেছিল সমতামূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ-প্রতিষ্ঠার তাগিদ থেকে। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে কেবল বাইরের আধিপত্য মোচন বোঝেননি, সকল ধরনের শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে একে দেখেছিলেন। আর তাই ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি স্বাধীনতা ও মুক্তির লড়াই পরিচালনার আহ্বান জানিয়েছিলেন সকলের প্রতি। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ এবং বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি বারবার দুটি আদর্শের উল্লেখ করেছেন যা তাঁকে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করেছে, তিনি চেয়েছেন শোষণ-বঞ্চনা থেকে কৃষক-শ্রমিক জনগণের মুক্তি এবং সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অসাম্য দূর করতে।

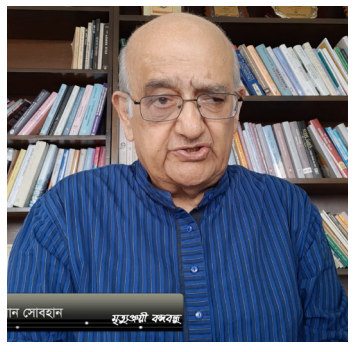

তিনি লিখেছিলেন, আমি কমিউনিস্ট নই, তবে আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি আরো লিখেছিলেন যে, পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছে কতিপয়ের হাতে এবং শাসকগোষ্ঠী ও জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিচ্ছিন্নতা। ১৯৫২ সালে চীন সফরের পর বঙ্গবন্ধু সে দেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে তুলনা করেছেন এভাবে – তাদের ও আমাদের মধ্যে বড় ফারাক হচ্ছে চীনের জনগণ জানে যে, দেশের সম্পদের মালিকানা হচ্ছে তাদের অন্যদিকে পাকিস্তানের মানুষ বুঝতে শুরু করেছে দেশের সম্পদ একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কুক্ষিগত এবং সেখানে জনগণের কোনো অংশভাগ নেই।

এখানে স্মরণ রাখা দরকার বঙ্গবন্ধু কোনো আদর্শের কাঠামোয় আটক ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাস্তববাদী রাজনীতিক। তাঁর প্রধান অভিপ্রায় ছিল দরিদ্র পশ্চাদপদ সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে তাঁর নীতি পরিচালিত হয়েছিল এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে। তবে যুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তব পরিস্থিতি দ্বারা তা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যখন শপথ নেন

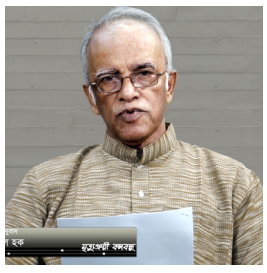

সেই সময়কার তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের আর কোনো নেতাকে এমন বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই কীভাবে বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি পাঁচটি ভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের নীতি-নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে অবদান রেখেছে। এক. কৃষি খাতের সংস্কার, দুই. শিল্পখাতের পুনরুজ্জীবন, তিন. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ, চার. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সম্পর্কে স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ এবং পাঁচ. ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কে জাতীয় বিকাশের ভিত্তি নির্মাণ।

প্রথমে দেখা যেতে পারে কৃষি সংস্কারের বিষয়টি। এক্ষেত্রে কমিশন অনুপ্রাণিত হয়েছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার এবং ১৯৭২ সালের ভূমি সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্বারা। এই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কমিশন উল্লিখিত ভূমি সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত নয়। তবে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যথোচিত রাজনৈতিক পরিবেশে তিনি এমন ভূমি সংস্কারের প্রস্তাব করবেন যা পরিকল্পনাবিদরা কল্পনাও করতে পারবেন না। বঙ্গবন্ধু তাঁর কথার ব্যত্যয় ঘটাননি। বাকশালের মাধ্যমে উত্থাপিত তাঁর সংস্কার পরিকল্পনায় তিনি যৌথ চাষ এবং উৎপাদিত ফসলের তেভাগা বন্টনের বিধান সংযোজন করেছিলেন। ফসলের তিনভাগের এক ভাগ পাবেন কৃষক, একভাগ কৃষিমালিক এবং তৃতীয় ভাগ সরকার। শিল্প-কারখানা পুনরুজ্জীবনে তিনি বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, কেননা পূর্ববাংলায় বড়-ছোট বিভিন্ন কারখানার মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের, এমনকি ব্যবস্থাপক থেকে মধ্য-পর্যায়ের কর্মচারিও ছিল অবাঙালি। তাদের পরিত্যক্ত শিল্প-কারখানা পুনরায় চালু করা ছিল কঠিন কাজ। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের একটি ছিল দক্ষ প্রশাসক নিয়োগ। আমলাতন্ত্রের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ পেশাদারদের নিয়োগ ও দায়িত্ব দানের এমন উদাহরণ তৃতীয় বিশ্বে বিরল, তিনি ছিলেন প্রথম এবং একমাত্র জাতীয় নেতা যিনি এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির ক্ষেত্রেও তা করা হয়।

প্রাথমিক অর্থনৈতিক নীতি ছিল মূলত বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত

৩-পৃষ্ঠায় দেখুন

জাদুঘরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বহুজন তাঁদের অতি যত্নে তুলে রাখা অমূল্য স্মারকসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করে এর সংগ্রহশালাকে পূর্ণ করেছেন। সংগ্রহশালার এই ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত দেশি-বিদেশি সুহৃদদের প্রদেয় ঐতিহাসিক স্মারক। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জাদুঘরের প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার হাত। পিতার স্মৃতিবিজড়িত স্মারক প্রদানের মাধ্যমে জাদুঘরের সাথে দৃঢ় হয় তাঁদের যাত্রা। এরপর থেকে নানাভাবে অব্যাহত রয়েছে তাঁদের অশেষ সহযোগিতা। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত জাতির পিতা  ঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মারকের কতক তুলে ধরা হলো।

# মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-এ বঙ্গবন্ধু বিষয়ক সংগ্রহ

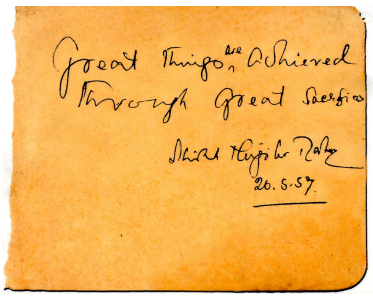



◆ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত পাইপ, তামাকের কৌটা, কলম, পাঞ্জাবী ও মুজিব কোট
দাতা: শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা



**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত স্মারক ও তাঁর প্রদত্ত অটোগ্রাফ**

Great things are achieved through great sacrifices”
– Sheikh Mujibur Rahman

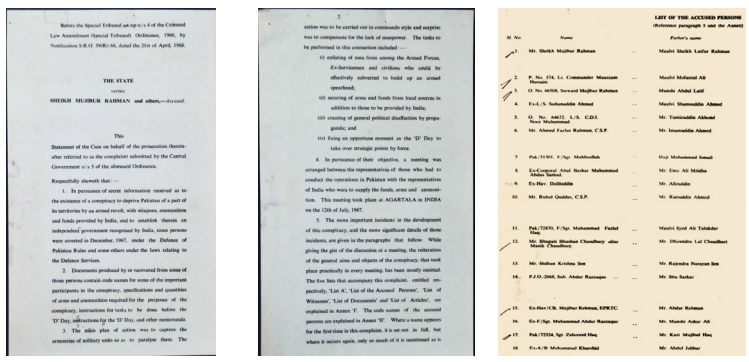

“মহৎ অর্জন সম্ভব মহৎ আত্মদানের বিনিময়ে”
– শেখ মুজিবুর রহমান

◆ ১৯৫৯ সালে কিশোরী নাসরীন আহমাদ শিলুকে শেখ মুজিব প্রদত্ত অটোগ্রাফ
দাতা: নাসরীন আহমাদ শিলু



**চিঠি ও ডকুমেন্ট**

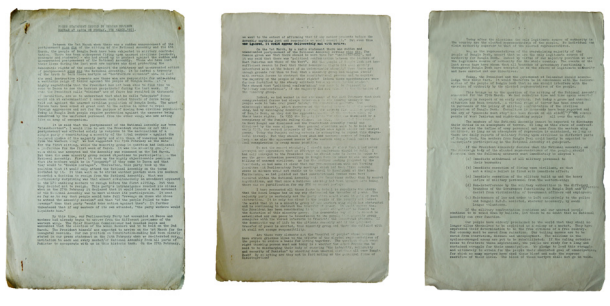

◆ ১০ মে ১৯৬৬ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কর্তৃপক্ষের কাছে রাজবন্দী শেখ মুজিবুর রহমান- এর চিঠি। গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে

◆ কারাবন্দি শেখ মুজিবুর রহমান- এর সাথে দেখা করার অনুমতি চেয়ে স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা- এর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লেখা চিঠি। গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে

দাতা: শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা

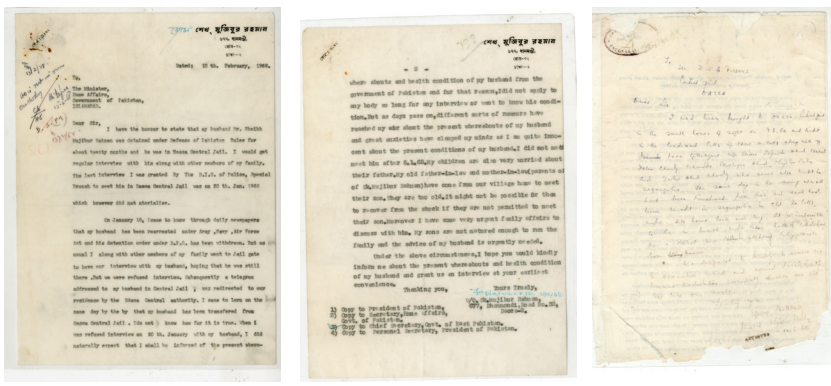



◆ “রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য” মামলার প্রধান আসামি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ২৮ জানুয়ারি ১৯৬৯ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গঠিত বিশেষ আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দি

◆ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের তালিকা। মামলার প্রথম এবং প্রধান আসামী ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান

দাতা: মাহফুজুল বারী

THE PAKISTAN OBSERVER

vs. SHEIKH MUJIB AND OTHERS

ial of 35 starts

Flood situation worsens

All about Bhutto & bhutta

◆ ‘দি পাকিস্তান অবজারভার’ পত্রিকায় প্রকাশিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সংবাদ, ২১ জুন ১৯৬৮

দাতা: মাহফুজুল বারী



**ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ**

◆ ৭ মার্চ সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের আওয়ামী লীগ প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি
দাতা: আলোকচিত্রী হারুন হাবীব



◆ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের রেকর্ড: প্রকাশকাল ১৭ মার্চ ১৯৭১

দাতা: শিল্পী খায়রুল আনাম শাকিল

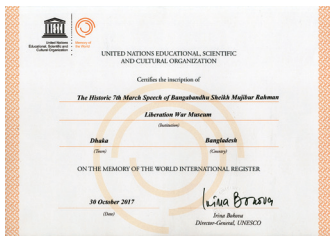


◆ ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
আলোকচিত্রী রশিদ তালুকদার

◆ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড হিসেবে স্বীকৃতির সনদ

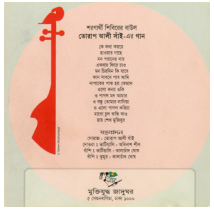

## বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গান ও পুঁথি

◆ লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ দেবেন ভট্টাচার্য বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ঘুরে লোকগায়কদের গান সংগ্রহ করেছিলেন। এইসব গান প্রচারিত হয়েছিল বিবিসিতে, প্রকাশিত হয়েছিল লং প্লে- রেকর্ড।

◆ বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী তোরাপ আলী সাঁই শরনার্থী শিবিরে ঘুরে ঘুরে গান গাইতেন। তাঁর গাওয়া গানের মধ্যে 'হায়রে মুজিব' অন্যতম।
দাতা: দেবেন ভট্টাচার্য

◆ মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিল্পী অংশুমান রায়ের কণ্ঠে জনপ্রিয় গান *'শোন একটি মুজিবুরের থেকে'*
দাতা: সৈয়দা রিজিয়া খন্দকার ও সৈয়দ আফতাব খন্দকার

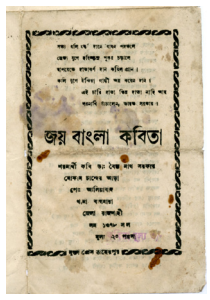


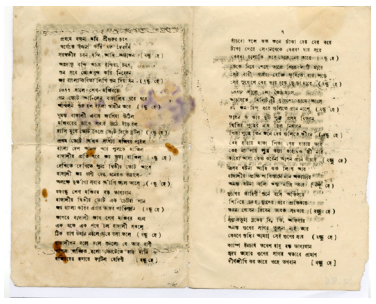

◆ পথুয়া গান ও পুঁথিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
দাতা: সাবিনা সিদ্দিক ও মো. রমজান আলী

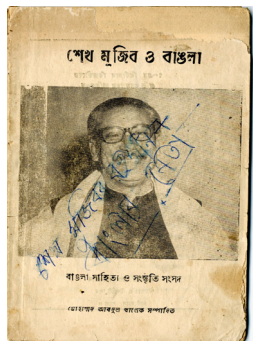


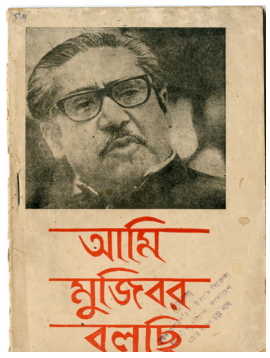


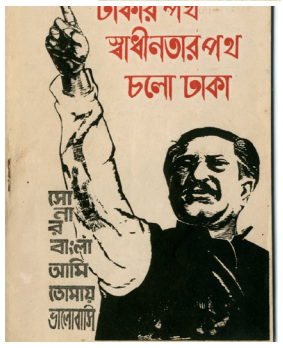


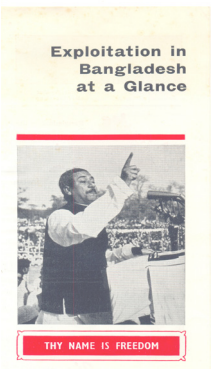


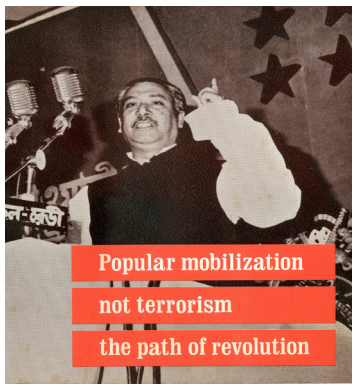

## লিফলেট, পোস্টার, ডাকটিকিট ও পুস্তিকায় বঙ্গবন্ধু

◆ বঙ্গবন্ধুর বাণী সম্বলিত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালে প্রকাশিত লিফলেট 'জয় বাংলাদেশ, জয় মুক্তিবাহিনী'। দাতা: নওশের আলী মোল্লা

◆ মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের উদ্ধৃতি সম্বলিত পোস্টার। দাতা: শিল্পী বীরেন সোম

◆ মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তে ২৬ জুলাই প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। গ্রাফিকস শিল্পী বিমান মল্লিক প্রথম ৮টি ডাকটিকিটের নকশা তৈরি করেন। তার নকশাকৃত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সম্বলিত ডাকটিকিট। দাতা: আব্দুল মতিন ও স্বাতী মজিদ

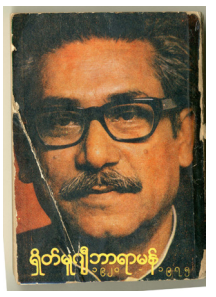

বিভিন্ন পুস্তিকার প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধু
দাতা: রফিকুল আলম সৈয়দ বাবলু ও পল কনেট

◆ মায়ানমার থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিষয়ক বই। দাতা: মফিদুল হক

### মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু

পদক্ষেপ, তবে দীর্ঘমেয়াদি সাম্যমূলক অর্থনীতি গড়ে তুলতে তিনি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ওপর জোর দেন এবং কমিশন এক বছরের মধ্যে সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টির ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বৈদেশিক অর্থনৈতিক সহযোগীদের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিন আহমদ পরনির্ভরশীলতা ঘুচিয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। এক দরিদ্র পশ্চাদপদ দেশের এমনি অবস্থান গ্রহণ নিয়ে বিশ্বব্যাংক সন্তুষ্ট ছিল না। পঞ্চম বিষয় তথা ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তুলনামূলকভাবে দুর্বল দেশের সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ার উদাহরণ তৈরি করেছিল। পরিকল্পনা কমিশনের লক্ষ্য ছিল অর্থনীতির সক্ষমতা ও বিস্তার ঘটিয়ে রপ্তানী বহুমুখী করা। সেজন্য মুজিব-ইন্দিরা শীর্ষ বৈঠকে তিনটি ক্ষেত্রে ভারতের বিনিয়োগের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়, ক্ষেত্র তিনটি ছিল ইউরিয়া সার, সিমেন্ট ও গ্যাসভিত্তিক শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা। এর মাধ্যমে ভারতে রপ্তানি বৃদ্ধি ছিল লক্ষ্য। এখন আমি সাম্প্রতিককালে বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কথা বলতে চাই। আজকের বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর কাল থেকে অনেক ভিন্ন। বৈষম্যহীন সাম্যমূলক সমাজ নির্মাণে বঙ্গবন্ধুর সাধনার কতটা প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে? আমরা এখানে পাঁচটি দিকের ওপর আলোকপাত করতে পারি।

১: আর্থিক খাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন, ঋণখেলাপিদের চিহ্নিত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে যেমন যে-কোনো আইন-শাসিত সমাজে নেয়া হয়।

২: ঋণ প্রদানের ধারা পরিবর্তন করে মধ্যপর্যায়ের ও ক্ষুদ্র ঋণগ্রহিতাদের সুবিধা বাড়াতে হবে, সেই সাথে তাদের প্রতি সমর্থন বাড়াতে হবে, সামাজিক ন্যায় ও বাজার দক্ষতা নিশ্চিত করতে এটা প্রয়োজন।

৩: শ্রমিক বিশেষভাবে তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিক তথা নারী শ্রমিকদের ইকুইটি বা লগ্নি পুঁজির ব্যবস্থা করে কারখানার অংশীদারিত্ব দিতে হবে। গোড়ায় সরকারি অর্থায়নে এটা করা যেতে পারে। এমন নীতি বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সত্তরের নির্বাচনী ইশতেহারে এর প্রতিফলন রয়েছে।

৪: বঙ্গবন্ধুর তেভাগা দর্শন পুনরায় বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে, অন্তত পরীক্ষামূলকভাবে হলেও। আজ বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষক সংখ্যায় বেশি, তারাই বেশির ভাগ জমি চাষ করে এবং তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে তেভাগা মডেল কার্যকর হতে পারে।

৫ : তেভাগা উদ্যোগের সাথে বঙ্গবন্ধুর আরেক প্রিয় নীতি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে, সেটা হলো, বহুমুখি সমবায়ী উদ্যোগ। বাকশাল কর্মসূচিতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নির্বাচিত অঞ্চলে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন আজ তা পুনর্বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র চাষীরা বড় কৃষকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কৃষি যন্ত্র ও উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। কৃষি পণ্য যৌথভাবে বাজারজাত করে তারা লাভবান হতে পারে। যেমন ধান চাষীদের সমবায় অটোম্যাটিক রাইস মিল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিতে পারে।

৬: জনশিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অধিকতর সরকারি বিনিয়োগ বঙ্গবন্ধুর সোৎসাহ সমর্থন পেতো। এই খাতে বিনিয়োগে ব্যর্থতা আজকের সংকটকালে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা বিশেষ জরুরি। যারা অর্থবান তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিম্নমানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, এটা মেনে নেয়া যায় না। সবশেষে বলতে চাই আমাদের সমাজে ধনবানরা যে-ভূমিকা পালন করছেন তা' বঙ্গবন্ধুর জন্য গভীর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াত। জাতীয় সংসদ থেকে স্থানীয় সরকার পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিত্বে এখন অর্থ ও পেশিশক্তির আধিপত্য ঘটছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর গোটা রাজনৈতিক জীবনে এই এলিট আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি এটা নিশ্চিত করেছিলেন যে পরিমিত আয়ের মানুষেরা যেন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করতে পারেন, যেমন দেখা গিয়েছিল তাজউদ্দিন আহমদ ও অন্য নেতাদের ক্ষেত্রে। অন্য যে সব ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সাম্যমূলক অর্থনীতির ধারণা প্রয়োগ করা যায় তার একটি হচ্ছে অর্থনীতির পুণর্গঠন ও পুন:নির্মাণ যা বাজার অর্থনীতি ও উদ্যোক্তাদের ভূমিকা স্মরণে রেখে বৈষম্য হ্রাসে সচেষ্ট হবে। এটা করার মাধ্যমে যেমন প্রবৃদ্ধি গতিশীল হবে, তেমনি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে সেই ধারায় অগ্রসর হতে পারলে তাঁর স্মৃতির প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা

# বঙ্গবন্ধু, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা : সামাজিক যৌক্তিকতা এবং বর্তমান সময়ের পাঠ

৩০ জুলাই ২০২০ সেন্টার ফর দ্যা স্টাডিজ অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-এর আয়োজনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক হায়দার আলীখান **'বঙ্গবন্ধু, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা : সামাজিক যৌক্তিকতা এবং বর্তমান সময়ের পাঠ'** শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। জুম লিংকে আয়েজিত বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতাটি সেন্টার ফর দ্যা স্টাডিজ অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পেজে সম্প্রচার করা হয়।

# Bangabandhu, Nationalism and Internationalism

## Public Reasoning and Lessons for Our Times

**Dr. Haider A. Khan,** University of Denver

*Summary of the Lecture in Honor of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*

Liberation War Museum, July 30, 2020

Allow me to begin by describing a mass meeting on 3 January, 1971 in which I myself was present. I am sure many if not all of the founders and trustees of the Liberation War Museum were also there. If some were not there physically, I am sure they remember the momentous event from the personal, radio, television and newspaper accounts of January 3-4, 1971 and for days afterwards.

The meeting began with the singing of what was already becoming the unofficial national anthem, a song with lyrics by the great poet Rabindranath Tagore with a melody that he borrowed from a beautiful Baul song. I had been singing this song and leading others to sing it in unison in many protest meetings and marches. I have to confess that it was a very proud moment for me personally as it was for the others active on the cultural side of the liberation movement as well. Then Bangabandhu himself led the crowd into chanting our revolutionary slogans that had emerged through the eventualizing dynamics of the mass movement, Amar Desh, Tomar Desh ... Bangladesh! Bangladesh! (My country, your country – Bangladesh! Bangladesh!), Jago, Jago – Bangalee Jago (Awaken, Oh Bangalees!), Joy Bangla! (Victory to Bangla).

Not only this song with lyrics by Tagore which is now officially the national anthem of Bangladesh but we sang the other songs also after the oath-taking ceremony by the elected MNAs and MPAs. the second song would become the signature song for the Free Bangla Radio Center during the liberation war. This song was Joi Bangla, Banglar Joy! (Victory, Yes Victory to Bangla!). After so many years, I can still feel the pulses quicken as they did in the immense crowd then. Indeed as the English poet William Wordsworth wrote thinking of the French Revolution more than 180 years ago

> "Bliss it was in that down to be alive
> But to be young was very heaven."

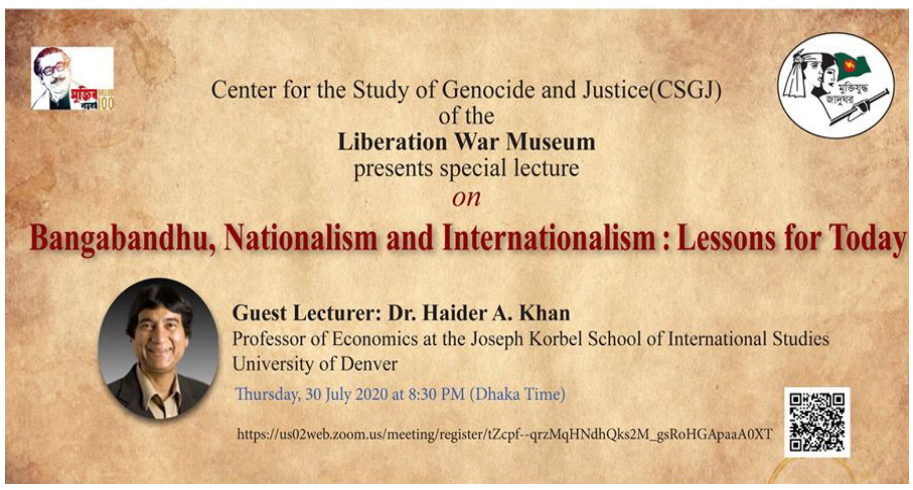


Bangladesh liberation struggle in its many phases leading to the emergence of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as the undisputed leader in 1969-70 holds many lessons for the young people all over the world including Bangladesh. The deeply sincere and deftly dialectical synthesis of ideas of national liberation and democratic internationalism in Bangabandhu as a leader of an extraordinary movement is thus particularly relevant today and rewarding to study. The forces of racism and neo-fascism that are once again on the march can only be defeated by mass popular struggles of the kind that Bangabandhu and others led in the past. But the ultimate victory for the anti-racist and anti-fascist struggles developing today all over the world must at the end also lead to a more people-oriented economy, society and polity as happened at least in part after the defeat of fascism in WW2. The heroic sacrifices made by people everywhere during WW2 led to various forms of social democracy and decolonization after the war.

However limited, there are important historical markers of people's democratic achievements. Likewise, in spite of its many limitations the Bangladesh liberation movement. I argue, can be seen as a historical marker not just for the young people in Bangladesh today but also for the youth everywhere dreaming of a better world who are awakening all over our crisis-ridden planetary civilization.

Bangabandhu in death needs neither adulation nor condemnation but rather the world needs an objective evaluation of the most important ideas that motivated millions of people during their struggle for self-determination. In many ways, Bangabandhu embodied symbolically their aspirations and his ideas concentrated the inchoate but deeply felt needs of the people. The specific – in some particular instances in space and time, even unique – historical trajectories of secular democratic and socialist ideals and discourses of politics and political economy are the most important here. Undoubtedly, there is much to be criticized if for no other reason then simply for incompleteness. Therefore, my aim here is also to extend the discussion in several useful directions for the future. This is undertaken in the concluding part of all three of my books but particularly intensively in my most recent book.

Finally, the present effort may also be considered in light of the emerging frontier areas of research on mainstream narrative politics as well as the more radical post-Bakhtin analytical approach to narrative form as a polyphonic and dialogical discourse of the people with necessary, inevitable heteroglossia and specific types of chronotopes. My research emphasizes the construction of public and collective goods through the use of common narratives and original interpretations for advancing the common good. In the East Pakistan of the 1960s the construction of the six points and 11 points programs in light of the theory of two economics advanced in the 1950s and 1960s by a group of Bengali economists can be insightfully seen from this new perspective of narrative politics.

**Lessons for our Times – An Eleven Point Strategic Agenda for the Youth in the 21st Century :**

1. Methodologically and substantively for progressive political practice, the most important lesson for young people everywhere from the lifelong political activism of Bangabandhu is to recognize the importance of building progressive political movements and to learn constantly from within the movement about the relationships between the local and global politics, between the complex (sometimes with many contradictory elements that need to be confronted and analyzed openly and honestly) nationalism of the oppressed and the equally complex democratic internationalism from below.
2. The post-WW2 socio-economic-political social democratic/embedded liberal consensus in the Global North is frayed. Young people need to build various types of socially oriented democratic movements.
3. In the Global South, although export-led growth became possible for some countries that pursued what has called "strategic openness" most countries did not or could not achieve this type of growth.
4. Furthermore, the gains from "Globalization" when present have been unevenly distributed everywhere. Consequently, inequalities in income and wealth distribution have risen almost everywhere in the world in the late 20th and in the 21st century so far.
5. Therefore, we have a heavily polarized world both in the Global North and in the Global South. We have to build a movement for fighting to remove the root causes of polarization.
6. Building various types of socially oriented democratic movements will require courage and steadiness; but these qualities ae not enough. From Bangabandhu and Bangladesh liberation movement, we can also learn the value of organizing in a detailed, consistent manner relentlessly, always going lower and deeper among the masses. Learning from Rosa Luxemburg's dialectical analysis which was independently rediscovered and applied creatively by Bangabandhu, we should fight for both broad and specific reforms everywhere, but build a base for ever deeper social and democratic revolutions dialectically within our fight for reforms.
7. One must build local and global anti-racist and anti-facist democratic coalitions strategically, but tactics need to be flexible and adaptable according to changing internal (national) and external (international) conditions.
8. There will be no narrow one-size fits-all narrative of struggle. Instead there will be many voices necessitating the building of appropriate polyphonic narratives of resistance. It is critical for all voices to be heard and all liberatory points of view to be discussed openly.
9. As the eventualizing dynamics unfold with multiple trajectories in specific parts of the world, the leaders of mass movements must choose carefully and optimally at each step but know that all liberation struggles must embrace to various degrees some uncertainty. It is not possible to build a progressive political movement without embracing uncertainty in a rational manner.
10. Therefore, a polychronotope of struggle will be the norm. But how to understand the polychropotope for each situation and sequence of events is an empirical matter calling adventurism and opportunistic rightism can be avoided at crucial strategic junctures. This will truly have to be an exercise in the applied science of complex socio-economic-political systems Bangabandhu's life of steadfast political engagement has many specific lessons to offer.
11. The progressive struggles themselves will be kaleidoscopic but broad qualities like anti-patriachy, anti-racism including respecting the rights of minority groups, particularly the indigenous peoples and movement towards equalizing socially embedded capabilities for all will give an egalitarian strategic focus for deepening democracy. Together with a steady strategy of democratic internationalism, the movements of the future will be able to organize for liberation both locally and globally in an integrated manner.

# Public Lecture on Bangabandhu and His Struggle to Establish Justice for Genocide Victims

Mofidul Hoque
Director, Center for the Study of Genocide and Justice

14 Aug 2020

The public lecture focused on the aftermath of Bangladesh genocide when the nation emerged as an independent state and raised the issue of justice for mass atrocity crimes. During the nine-month long war atrocities committed by the Pakistan Army was widely reported/discussed, genocidal elements identified but after the end of war, a new reality emerged with the UN, relevant agencies and major powers not only endorsed denial of genocide but put pressure on Bangladesh to stop any move towards justice, specially to try 195 Pakistani POW for their genocidal crimes.

Bangabandhu, as leader of an impoverished third world country took various measures to be at the side of victims and ensure justice for them.

On his return from Pakistani captivity on 10 January Bangabandhu at a memorable meeting held at Suhrawardy Park appealed to the UN to send a team of investigators and arrange for trial of the

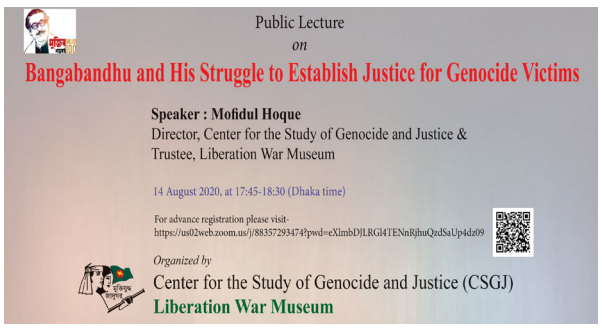


perpetrators of genocide.

Unfortunately the international community was not prepared for that and Bangabandhu had to go alone to issue Presidential Order on 24 January 1972 to try local collaborators. Under his leadership the parliament adopted International Crimes Tribunal Act in 1973 to try the major perpetrators. From the Pakistani Prisoners of War 195 senior officer were identified to be tried according to international law. The global community at that time failed to meet their obligation. Morever they put strong pressure on Bangladesh to release the 195 POW accused of serious crimes. In 1974 the government repatriated the POW to Pakistan as an act of clemency from their trial in Bangladesh which does not mean giving them impunity from their role in genocide of 1971. The struggle for justice for genocidal crime under the leadership of Bangabandhu has opened new path and possibilities which has been reflected 37 years later with the establishment of International Crimes Tribunal of Bangladesh in 2010.

Now as the nation is observing the Birth Centenary of Bangabandhu and will be observing the 50th Anniversary of its independence and genocide in Bangladesh, it is imperative that global community and Bangladesh re-visit the past and learn lessons from there.

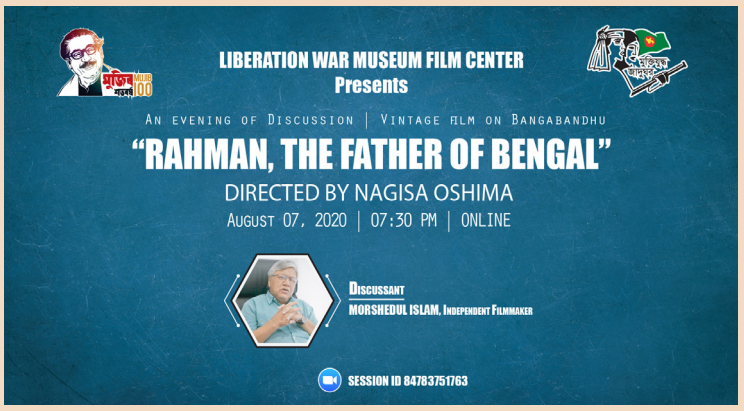


গত ০৭/০৮/২০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফিল্ম সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনা সভা An Evening of Discussion | Vintage Film on Bangabandhu RAHMAN, THE FATHER OF BENGAL সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ভার্চুয়াল মাধ্যমে। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার মোরশেদুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্মানিত ট্রাস্টি মফিদুল হক । সভাটিতে নাগিসা ওশিমা কতৃক নির্মিত Rahman : The father of Bangle ছবিটি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয় ।নাগিসা ওশিমা একজন জাপানিজ চলচ্চিত্র পরিচালক। তিনি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকে ১৯৭৩ সালে Rahman :The father of Bangle ডকুমেন্টারিটি নির্মাণ করেন। এতে ফুটে ওঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ের জীবনযাপন, চিন্তাচেতনা এবং দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এছাড়াও নির্মাতা চলচ্চিত্রটিতে মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালীন সময়ে বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর এবং তার পরিবারের ত্যাগ এবং সংগ্রামের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। সভাটির অতিথি চলচ্চিত্র নির্মাতা মোর্শেদুল ইসলাম প্রামাণ্যচিত্রটি নিয়ে তার ভাবনা তুলে ধরেন। শুধু তাই নয় যুদ্ধকালীন, যুদ্ধ পূর্ববর্তী এবং যুদ্ধ পরবর্তী এই তিন সময়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন সংগ্রাম সম্পর্কে দর্শকদের বিস্তারিতভাবে জানান। তিনি বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত চলচিত্রগুলোর নেগেটিভ সংগ্রহ করে ডেভেলপ করার বিষয়ে তগিদ দেন, এমন উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে অন্যতম অতিথি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্মানিত ট্রাস্টি মফিদুল হক প্রামাণ্যচিত্র এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তার ভাবনা সকলের সামনে তুলে ধরারপাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে এবং জানাতে আহবান করেন।

আলোচনা সভার শেষের দিকে প্রশ্ন উত্তর পর্বে দর্শকেরা প্রামাণ্যচিত্রটি নিয়ে তাদের মনে উদিত হওয়া প্রশ্নসমূহ অতিথিদের সামনে রাখেন।

## বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধে মুগ্ধ এক জাপানি পরিচালক

নাবীল অনুসূর্য
(একজন তরুণ চলচিত্র গবেষকের দৃষ্টিতে নাগাসি ওশিমা)

নাগিসা ওশিমা। বিখ্যাত নির্মাতা আকিরা কুরোশাওয়ার সমসাময়িক জাপানি চলচ্চিত্র পরিচালক তিনি। জাপানের প্রথা-ঐতিহ্যের নানা অসঙ্গতি আর নানা ভুল রাজনৈতিক প্রবণতাই ছিল তার সিনেমাগুলোর বক্তব্য। এত সব কাজের ভীড়ে অবশ্য টেলিভিশনের জন্য বানানো তার ছোট-বড় ডকুমেন্টারিগুলো নিয়ে কথা বলার ফুরসতই মেলে না। কিন্তু তার সেই টিভি-ডকুগুলোর কয়েকটির জন্যই তাকে আমাদের মনে রাখতে হবে। কারণ, সেগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও সে বিজয়ের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত।

নাগিসা ওশিমার জন্ম ১৯৩১ সালের ৩১ মার্চ, জাপানের শুগোকু রিজিওনের ওকায়ামা প্রদেশের তামানো শহরে। বিখ্যাত কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন পলিটিক্যাল হিস্ট্রি নিয়ে। পড়া শেষ করে অবশ্য পলিটিক্যাল হিস্ট্রির সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো পেশায় জড়াননি তিনি। বের হয়েই যুক্ত হন সোচিকু লিমিটেড নামের এক ফিল্ম প্রোডাকশন কোম্পানির সঙ্গে, পরিচালক হিসেবে। বাকি জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন এই পেশাতেই, সিনেমার সাথেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা তার কোনো কাজে আসেনি, তা ভাবারও কোনো কারণ নেই। পলিটিক্যাল হিস্ট্রির ছাত্র ছিলেন বলেই তো তার সব সিনেমাতেই এক ধরনের রাজনৈতিক চেতনার স্ফূরণ লক্ষ্য করা যায়। সে কারণেই তো এশিয়ার নব্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত বাংলাদেশ তাকে আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন, তাও আবার মাত্র ৯ মাসের মধ্যে, তাকে আকর্ষণ করেছিল। আর আকর্ষণ করেছিল দেশটির নেতার বিশাল সাহসী ব্যক্তিত্ব। তাই একটি-দুটি নয়, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ নিয়ে তিনি বানিয়েছেন চার-চারটি ডকুমেন্টারি।

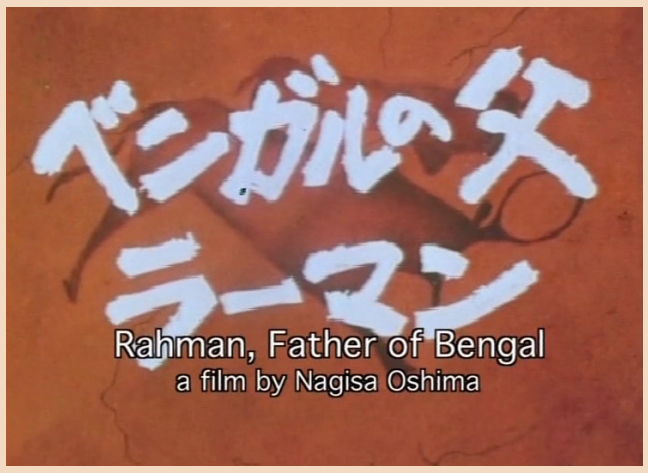


১৯৭১ সালে ওশিমা বানান দ্য সেরেমনি সিনেমাটি। পরের বছর কম-গুরুত্বপূর্ণ ডিয়ার সামার সিস্টার। প্রথমটির জন্য তিনটি শাখায় 'কিনেমা জুম্পো' অ্যাওয়ার্ড পান তিনি। আর ১৯৭৬ সালে বানান ইন দ্য রেল্ম অব দ্য সেন্সেস। মাঝের সময়টাতে টিভি-ডকু ছাড়া আর কিছুই বানাননি তিনি। হ্যাঁ, এই সময়ে বানানো তার ১০টি টিভি-ডকুর চারটিই আমাদের নিয়ে, আমাদের দেশ আর আমাদের জাতির পিতাকে নিয়ে।

১৯৭২ সালে প্রচারিত হয় বাংলাদেশ নিয়ে বানানো নাগিসা ওশিমার প্রথম ডকুমেন্টারি 'জয়! বাংলা'। মুক্তিযুদ্ধের অমিত শক্তিশালী এই শ্লোগানটি লেখার সময় জয়-এর শেষে একটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন লাগিয়ে তিনি যেন শোগান দেয়ার ঢংটিও নামে নিয়ে এসেছেন। পরের বছর প্রচারিত হয় নাগিসা ওশিমার আরো দুটি টিভি-ডকু; একটি বাংলাদেশকে নিয়ে, নাম 'বাংলাদেশ স্টোরি'। আরেকটি বাংলাদেশের জাতির জনককে নিয়ে, নাম 'রহমান: ফাদার অব বেঙ্গল'। সুনির্মিত এই ডকুমেন্টারিটির শেষ কথাগুলোও অনেকটা ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই ফলে গেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের ভবিষ্যত এবং তিনি যে জাতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন সে জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু বলা সত্যিই বেশ দুরূহ। তবে একটি কথা খুব নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, শেখ মুজিবুর রহমানের বাবা যে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে একত্রে বাস করতে চান, তা সহসাই পূরণ হওয়ার নয়। কারণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত উৎসর্গ করেছেন বাংলাদেশের জন্য, শুধুই বাংলাদেশের জন্য। মাঝে কয়েক বছর বিরতি দিয়ে ১৯৭৬ সালে আবারো বাংলাদেশ নিয়ে বানানো তার টিভি ডকু 'দ্য গোল্ডেন ল্যান্ড অব বেঙ্গল' প্রচারিত হয়। ততদিনে অবশ্য সোনার দেশে অন্ধকার নেমে এসেছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এক অরাজক সময়ে প্রবেশ করেছে। নাগিসা ওশিমাও এরপরে আর বাংলাদেশে আসেননি, বাংলাদেশ নিয়েও কোনো কাজ করেননি।

আগষ্টের বিষন্ন বিকেলে বঙ্গবন্ধু ও কবিতা

# স্মৃতি ও কবিতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জাতির পিতাকে

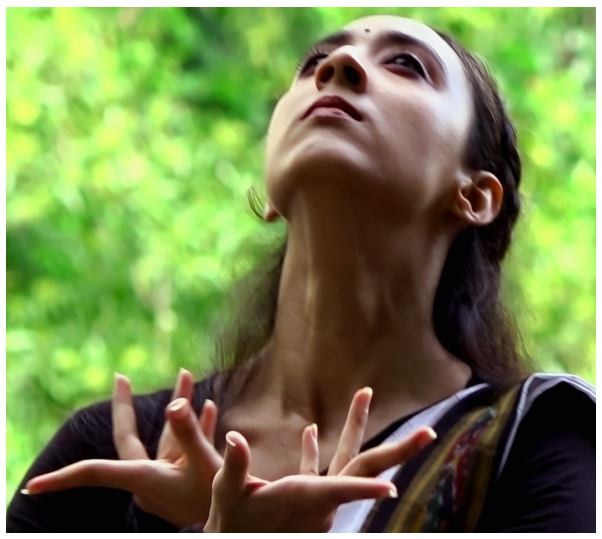

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হকের গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় এক ব্যাতিক্রমী আয়োজনে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হলো জাতির পিতার উদ্দেশে ১৯৭৫ সালের আগষ্টমাসে বঙ্গবন্ধুর সাথে যাদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল, তাদের অনেকের রয়েছে ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। রাজনীতির উত্তালতার বাইরে ক্ষণিকের জন্য হলেও নিবিড়ভাবে ব্যক্তি শেখ মুজিবকে জানার অবকাশ তাদের কারো কারো হয়েছিল। এমন এক ঘটনার কথা লিখেছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন কর্মকর্তা সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম। তার রয়েছে আরো একটি পরিচয়। ৪০-এর দশকে যখন বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক কাজে যুক্ত তখন নাজমুদ্দীন হাশেম কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। পরিচয়ের সূত্রপাত তখন থেকেই। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর তারা দু'জনেই এসে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরবর্তীতে তাদের পথ আলাদা হয়। নাজিমুদ্দিন হাশিম যোগ দেন কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে, অন্যদিকে শেখ মুজিব পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙ্গে বাঙালির রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের আয়োজনে মনপ্রাণ ঢেলে দেন। তবে দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকতার বাইরেও ছিল প্রীতিময়। একান্ত সাক্ষাতের সুযোগ কম থাকলেও দেখা হতো তাদের। ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসের কোন এক বিকেলে গণভবনে নাজিমুদ্দীন হাশেমকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বলেছিলেন 'আপনি আসুন, কিছু কথা নিরিবিলিতে বলা যাবে। সবাইকে বিদায় করে দিয়েছি।' সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম লিখেছেন, ''পৌঁছে দেখি গণভবনে দুর্লভ জনশূন্যতা ভিতরের আঙ্গিণায় রাষ্ট্রপতি পদচারণা করছিলেন ডাক্তারের উপদেশ মতো। থমকে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আকাশের পানে চেয়ে আছেন। একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গিয়ে দেখি পশ্চিমের আকাশে গোধুলীর বিষন্নতায় ডুবে গিয়ে উদাস কণ্ঠে গুন গুন করছেন 'মন বলে আমি চলিলাম, রেখে যাই আমার প্রণাম তাদের উদ্দেশে, যারা জীবনের আলো ফেলেছেন পথে, যাহা বারে বারে সংশয় ঘোচালো' আমি জীবনে স্বেচ্ছায় কোন ব্যাক্তিকে উপাধিসহ সম্বোধন করিনি, কিন্তু সেদিন যখন গোধুলী লগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা, তখন বিচলিত কণ্ঠে বলে উঠলাম তোমার সময় হয় নাই, হয় নাই। চমকে উঠে তিনি ফিরে তাকালেন, গাঢ় আলিঙ্গনে জন্মের মতো আমায় বেধে ফেলে বললেন, এ তো আবেগের কথা, প্রত্যুত্তরে আমি বললাম কবিগুরু তার শেষ জন্মদিনে লেখা কবিতায় এই সুখহীন ভবন, বাংলাদেশের জন্য যা আশা করেছিলেন, প্রত্যাশা করেননি, তাই বঙ্গবন্ধু একজীবনে পূর্ণ করেছেন। প্রাণহীন এ দেশেতে, গানহীন সেই মরুভুমি রসে পূর্ণ করে দাও তুমি। আমি বারংবার তোমারে করিব নমস্কার। সেই আমার শেষ দেখা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে।'' অবেগময় এই স্মৃতিচারণা মাননীয় সাংসদ, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাষ্টি আসাদুজ্জামান নূরের কণ্ঠের উপস্থাপনায় শ্রোতাকে নিয়ে যায় সেই গোধুলী লগ্নে। পাশাপাশি ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা "পথের শেষে"-এর আবৃত্তির সঙ্গে শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোরিওগ্রাফিতে সুদেষ্ণা সয়ম্প্রভার নিবেদন আয়োজনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

আয়োজনটির লিংক নিচে দেয়া হলো। সকলকে দেখবার আমন্ত্রণ জানাই:
www.youtube.com/LiberationWarMuseum
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পেজ লাইক এবং ফলো করে সকল আয়োজনের সাথে থাকুন।
facebook.com/liberationwarmuseum.bd

## বঙ্গবন্ধুর পদরেখা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর পৌঁছেছে সেখানকার প্রতিষ্ঠান প্রধান ও নেটওয়ার্ক শিক্ষকরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকাণ্ড প্রসারে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। এই বিশ্বাস থেকেই জাতির জনকের জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হিসেবে নেটওয়ার্ক শিক্ষকদেরকেই স্মরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহের একটি হচ্ছে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর পদচারণার বৃত্তান্ত তৈরি করা। ফরিদপুর, কুষ্টিয়ার বিভিন্ন ছাত্র সম্মেলন, সিলেটের গণভোটকে কেন্দ্র কওে ছাত্র নেতা শেখ মুজিবের এই পরিক্রমন শুরু হয়। ৫৪ সালের নির্বাচন, ৬৪ সালের সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে প্রচার, ১৯৬৬ সালে ৬ দফার পক্ষে সারা দেশে জনসভা পথ সভা অনুষ্ঠান, ৭০ সালে নির্বাচনী প্রচারণা ইত্যাদি নানা কর্মকাণ্ডের সুবাদে বঙ্গবন্ধু পৌঁছেছেন বহু স্থানে, রেখে গেছেন তাঁর পায়ের ছাপ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং নেওয়ার্ক শিক্ষকদের মাধ্যমে এই তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষকবৃন্দকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় বঙ্গবন্ধু কবে কখন কীভাবে গিয়েছিলেন, এই সফরকালে কোন ধরণের কর্মকাণ্ড তিনি করেছেন, কোথায় অবস্থান করেছেন, কোথায় ভাষণ দিয়েছেন, কারা তাকে দেখেছিলেন, তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এ সকল তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করার অনুরোধ জানান হচ্ছে। তথ্য সংগ্রহ কালে দিন তারিখ যাচাই করে নেবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি তথ্য দাতা ও তথ্য সংগ্রহকারীর নাম পরিচয় প্রদান করা এবং বঙ্গবন্ধুর সফরকালীন কোন ছবি অথবা তৎকালীন কোন লিফলেট, কাগজ দলিলপত্র কারো কাছে থাকলে সেটিও জাদুঘরের তথ্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবার জন্য পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এই অনুরোধপত্রটি ইতোমধ্যে নেটওয়ার্কভূক্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট যারা অতি দ্রুত এই তথ্য সংগ্রহ করে প্রেরণ করেছেন। এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছেন : এস বি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পিরোজপুর; গাইবান্ধা ইসলামিয়া হাই স্কুল, পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, আলীনগর উচ্চবিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবঞ্জ; বেতাগী গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, বরগুনা; লংলা আধুনিক ডিগ্রি কলেজ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার; পাথরঘাটা কলেজ, বরগুণা; গৌরীপুর ইসলামাবাদ সিনিয়র মাদরাসা, ময়মনসিংহ; কুট্টাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; বড়য়াহাট টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, রংপুর; জে বি আই ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইছানীল, ঝালকাঠি; বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পলাশবাড়ি পিয়ারি পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কালামুখী উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী; প্রতাপগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীপুর; ভুরুঙ্গামারী পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম; চর লরেন্স উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীপুর; সাতানী আমীর উদ্দিন স্মৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পটুয়াখালী; কমলাপুর উচ্চ বিদ্যালয় ফরিদপুর, শিক্ষা অঙ্গণ উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর; হাফিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার।

আপনাদের প্রেরিত তথ্য ও ছবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত গবেষণা কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর কর্তৃপক্ষ তাদের অনুরোধপত্রের প্রেক্ষিতে এত সল্প সময়ে এত সাড়া পেয়ে অভিভূত। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ আশা করছে আগামী ৩০ আগস্টের মধ্যে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও তাদের নিজ নিজ এলাকার তথ্য সংগ্রহ করে পাঠাবেন।

তথ্য পাঠাতে
১. mukti.jadughar@gmail.com
২. rezina_bd@yahoo.com
৩. mofidul_hoque@yahoo.com

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরটি বাংলাদেশের ৬৪ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ভ্রমণ করে নবীন প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করছে বঙ্গবন্ধু আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে নিজেদের গড়ে তুলতে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আহ্বানে বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করেছে ৫২ হাজারের বেশি মুক্তিযুদ্ধের মৌখিক ভাষ্য। এই প্রান্তিক পর্যায় থেকে উঠে আসা ভাষ্যে উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি। এর মাঝে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত গিমাডাঙ্গা টুঙ্গীপাড়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী তার দাদার কাছ থেকে শোনে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ। এই স্মৃতিচারণায় রয়েছে ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক ভিটা পুড়িয়ে দেবার কথা। বঙ্গবন্ধুর বৃদ্ধ বাবা মায়ের কথা। পাশাপাশি দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের সংগৃহিত মুক্তিযুদ্ধের মৌখিকভাষ্যের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজারো ছাত্র-জনতার মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের কথা। সেই সব বর্ণনা থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

## গিমাডাঙ্গা টুঙ্গীপাড়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ফাহাদ বিন ইসলামের সংগৃহিত ভাষ্য

আমার দাদা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। তবে তিনি সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি বিভিন্নভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করতেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি উচ্চারণ করতে গিয়ে দাদা বলেন, গোপালগঞ্জে পাক বাহিনী ক্যাম্প করেছিল। ওখানে তারা বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায়। দেশবিরোধী রাজাকারদের সহযোগিতায় নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কখনো শত শত লাশ রাস্তার পাশে, কখনোবা লাশের স্তূপ নদীর পাশে দেখা যেত। কী ভয়ংকর বীভৎস দৃশ্য! চোখে না দেখলে বুঝবি না দাদু ভাই। এখানেই ওরা ক্ষান্ত হয়নি। জ্বালিয়ে দিয়েছে ৬৮ হাজার গ্রামবাংলা, জ্বালাও-পোড়াও-এর হাত থেকে টুঙ্গীপাড়া রক্ষা পায়নি। সেদিন টুঙ্গীপাড়া ছিল মানবশূন্য। মানবশূন্য ঐ এলাকায় শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে দুই জন লোক ছিলেন। তারা হলেন, তার মা শেখ সাহারা খাতুন ও তার বাবা শেখ লুৎফর রহমান। বঙ্গবন্ধুর পিতা-মাতা তখন আমাকে বলেন, তারা শত্রুকে ভয় পাননি অথবা ভেবেছিলেন মরতে যদি হয় বীরের মতো মরব। ঘটনার দিন সকালে পাকসেনারা রাজাকারদের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। জ্বালিয়ে দেয় তার বাড়িঘর। তারপর তার চাচা খান সাহেব শেখ মোশারফ হোসেনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে টুঙ্গীপাড়া। দূর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে মনে হচ্ছিল আগুনটা আমার গায়ে লেগেছিল। জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিলাম। সহ্য করতে পারছিলাম না। গলাকাটা মুরগির মতো ছটফট করতে লাগলাম। কারণ যে ঘরগুলো জ্বলছিল। তার একটিতে কাকা-কাকি (বঙ্গবন্ধুর পিতা-মাতা) ছিলেন। দূর থেকে লুকিয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। কারণ বাড়িভরা রক্তখেকো রাক্ষস (পাক বাহিনী) ছিল। যখন দেখতে পেলাম ও বুঝতে পারলাম যে, হায়েনার দল চলে গেল, দেরি না করেই বাড়ির ভিতর গেলাম এবং দেখলাম কাকা-কাকি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় উঠানে বসে আছেন। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বললাম, তোমার দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া, তুমি এই দুই জনকে বাঁচিয়ে রেখেছ। তাদের কাছে যেতেই কাকি বললেন, আয় বাবা একটু পানি দে খাব। তারা আমাকে চিনত। তাদের বাড়িতে আমি প্রায় আসা-যাওয়া করতাম। কারণ শেখ সেলিম আমার ক্লাসমেট ছিল। তাদের পানি খাওয়ানোর জন্য আমি চারদিকে তাকালাম। সারা বাড়িতে পুড়ে যাওয়া ছাই ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর উঠানে নারকেলের একটি আঁচা দেখতে পেলাম। আঁচাটি হাতে নিয়ে চাপকলের কাছে গিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করলাম এবং আঁচা ভরে পানি এনে তাদের দুইজনকে পান করালাম। পানি পান করানোর সাথে সাথে নদীর কূলে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। কাকা-কাকি দুইজনে একসাথে বললেন, পালা মিলিটারি আসল। কাকির হাত থেকে কাঁপতে কাঁপতে আঁচাটি মাটিতে পড়ে গেল। আমি বললাম, আপনাদের ছেড়ে আমি যাই কী করে? আমাদের কথা ভাবিসনে, তুই জোয়ান মর্দ, পালা। আমি দৌড়ে বাড়ির পাশের বাগানে লুকিয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ লুকিয়ে থাকার পর দেখলাম ওরা আর এল না। তখন বেরিয়ে এসে দেখলাম, গ্রামের অনেকেই তাদের কাছে এসেছে। যে গুলির আওয়াজ শুনেছিলাম, নদীর কূলে গিয়ে দেখি, বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দুই-তিনজন কাজের লোককে পাকবাহিনী গুলি করে মেরে ফেলেছে। বুকভরা হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। এরকম অনেক কিছুর পর আমরা স্বাধীন হলাম।

**বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (টিন সেড) বর্তমান চিত্র**
*(ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনী চলাকালে তোলা ছবি)*

## ছাত্রছাত্রীদের সংগৃহিত মুক্তিযুদ্ধের মৌখিক ভাষ্য থেকে

১) সীতাকুণ্ড কামিল মাদ্রাসার ছাত্র মো. আকরাম হোসেন এর ভাষ্যে জানা যায়, কুড়িগ্রাম জেলার সন্নিকটে একটি গ্রামের নাম হলো সোনাপুর। গ্রামটি অত্যন্ত সুন্দর। গ্রামের মানুষরাও অতি সহজ- সরল। ৮০ বছরের একজন বৃদ্ধ লোক এ গ্রামে বাস করেন। যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার নাম হলো মফিজুর রহমান। তার বয়স মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিল ৩৫ বছর। তিনি তখনকার একটি পার্শ্ববর্তী কারখানায় কাজ করতেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ খুবই পছন্দ করতেন। তিনি রেডিওতে প্রায় সময় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রামের ভাষণ শুনে তিনি অভিভূত হন। তৎক্ষণাৎ সব গ্রামের যুবকদের নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে তিনি এবং যুবকরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েন।...

২) মেহরাজ জাবিন অহনা, ফেনির মঙ্গলকান্দি বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার ভাষ্যে জানা যায় এক মুক্তিযোদ্ধার কথা: আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম এক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের ২ নং বগাদানা ইউনিয়নের সদস্য ছিলাম আমি। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য আমার সহকর্মী বন্ধু হারুন গেদু মিয়া, ফরহাদ সহ ঢাকায় যাই। সেখানে শেখ মুজিব বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। একথা বলার সাথে সাথে আমার মনে হলো আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু তা কিভাবে কোথায় যেতে হবে? তখন আমার গুরুজন মরহুম খাজা আহমেদ সাহেব পাকিস্তানি জাতীয় পরিষদের সদস্য এমএনএ-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি বললেন ফেনীতে যাও আমি পথ নির্দেশনা দেব।...

৩) ৭ মার্চ ভাষণ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঐ ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। শামসুল হক মণ্ডল ২৩ বছরের সাহসী যুবক। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে তার বুক ফুলে ওঠে। মুক্তির স্বপ্নে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার চোখ। তিনি কমান্ডাল ছিলেন। তিনি প্রথমে টেকনিক্যালে চাকরি করতেন। তিনি তার স্ত্রী এবং দুমাসের সন্তানের মায়ার বাধন কাটিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে যান। তিনি হলেন প্রথম ব্যাসের মুক্তিযোদ্ধা। এই তথ্য জানা যায় গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী আনজুমান আরা মিমির সংগৃহিত ভাষ্যে।

৪) মো: হাবিবুর রহমানের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী তার বক্তব্য অনুসারে নিচে দেওয়া হলো : ১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার পর আমার মন মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যায় এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করা যায় সেই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকের সাথে আলোচনা করি। হঠাৎ একদিন বড়গুনি গ্রামের এক বন্ধু আবুল বশার আমাদের বাড়ি এসে বলল আমি একটা ভাল সংবাদ পেয়েছি। ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং হচ্ছে। সেখানে গেলে ভারত সরকার সমস্ত খরচ দিয়ে ট্রেনিং দিবে এবং বিভিন্ন রকম অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেবে। তারপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি ভারতে যাব। ভাষ্য সংগ্রহকারী : ফারজানা ফেরদৌসী মিম, শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বাগেরহাট।

৫) আমি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি। যুদ্ধকালীন সময়ে আমি এবং আমার বন্ধু সেলিম ট্রেনিং নেয়ার জন্য ভারতে যাই। ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে আমরা ভারত থেকে আমাদের দেশে ফিরে আসি। এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি। আমরা ফেনী জেলার ২নং সেক্টরে যুদ্ধ করি। ২নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন জাফর ইমাম।

আকলিমা আক্তার
মঙ্গলকান্দি বহুমূখি উচ্চ বিদ্যালয়

# নেটওয়ার্কভুক্ত শিক্ষকদের কথা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বড় সম্পদ নেটওয়ার্কভুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কবে কোন সুদূরে হয়তো পৌঁছেছিল তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, একদিনের কর্মসূচি পালনশেষে জাদুঘর-কর্মীরা বিদায় নিয়েছিল, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে তাঁদের আত্মিক বন্ধন আর কখনো ছিন্ন হয়নি। বড় সংখ্যক বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন রণজিত কুমার, আরো গিয়েছেন রঞ্জন সিংহ, যোগাযোগের তাঁরা হয়েছেন বড় মাধ্যম। রণজিত কুমারের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা সবাই সমভাবে ব্যথিত। সত্যজিৎ রায় মজুমদার এখন অনেকভাবে সেই শূন্যতা পূরণে সচেষ্ট রয়েছেন। নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের সঙ্গে সংযোগ কীভাবে আরো নিবিড় করা যায় সেটা সবসময় আমাদের ভাবনাতে রয়েছে। আশা করবো 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা' এক ধরনের সংযোগ-সেতু গড়ে তুলতে পারবে। নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের সঙ্গে নানাভাবে অব্যাহত রয়েছে আমাদের যোগাযোগ। ঝিনাইদহের শৈলকূপার শিক্ষক আব্বাস উদ্দিন আহমদ তাঁর চিন্তাপ্রসূত লেখা মাঝে-মধ্যে আমার সঙ্গে ভাগ করে নেন। এখানে তেমন এক লেখার চুম্বকাংশ নিবেদিত হলো সবার জন্য।

## করোনায় গড়ি বনায়ন : চিরসবুজে-সজীবে আবাহন

ক'মাস পূর্বে আমার চাচাতো ভাইকে সাথে নিয়ে ছোট ফুফুর বাড়িতে যাই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে। আমি যেন চিনতেই পারি না। গ্রামের কিছু ঘরবাড়ি পাকা ও চকচকে মনে হলেও প্রকৃতি কেমন যেন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট করে হাট-বাজার, ঘরবাড়ি ও রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে। এভাবে পানির প্রবাহ আটকে দিয়ে দখলে-দূষণে ছেয়ে গেছে ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড় আমার শৈশব-কৈশোরে দেখা ছবির মতো সুন্দর সেই গ্রামখানি; কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তার নিরাভরণ জৌলুস-সৌন্দর্য। এই মৃতপ্রায় বৃক্ষরাজির দিকে তাকিয়ে আমার ভীষণ কান্না পায়। বহুদিন পর আমাকে একান্তে পেয়ে অভিযোগের সুরে কী যেন বলতে চায় ওরা আমাকে। আমি লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিই। আমার মনে হয়, গ্রামের লোকদের সাথে নিয়ে এখনই আমি ফিরিয়ে দিই সেই উচ্ছল তারুণ্য। সামান্য এইটুকু আরজি পূরণ করতে পারিনি বলে ঐ মুহূর্তে সৃষ্টজগতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার মনুষ্যকুলে আমার জন্ম বৃথা মনে হয়। ভাবি– জীবনে একবার হলেও তা করে দেখাবো আমি। করোনা যেন আমার সেই সুযোগটুকু করে দিতে মুখিয়ে আছে।

আমার প্রত্যাশা, অতীতের দিকে না তাকিয়ে অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। তাই ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমার এলাকাটিকে অর্থাৎ ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার কাঁচেরকোল ইউনিয়নকে একটি মডেল হিসেবে তুলে ধরতে চাই যেখানে এই বর্ষা থেকে শুরু করে ৩বছরে (২০২০ থেকে ২০২২) বিভিন্ন জাতের (বনজ-ফলদ-ভেষজ ইত্যাদি মিলিয়ে) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) গাছের চারা রোপণের একটি পাইলটস্কিম বাস্তবায়নের সদিচ্ছা পোষণ করছি। আমাদের সবার নিশ্চয়ই জানা আছে : ২০২০ সাল হচ্ছে জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকী, ২০২১ সাল মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ২০২২ সাল মহান ভাষা আন্দোলনের ৭ দশকপূর্তি; আমাদের সামগ্রিক অর্জনের তিনটি মাইলফলক রূপে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে চাই। এতে লক্ষ্যমাত্রার অন্তত ৩৫% বনজ, ৪০% ফলদ, ১৫% ভেষজ, বাকি ১০% বাহারি ফুলের চারা থাকতে পারে। আমাদের প্রত্যাশা, দল-মত নির্বিশেষে প্রশাসনের সার্বিক পরামর্শ, নির্দেশনা ও সহযোগিতায় অচিরেই এটি শতভাগ সফলতার মুখ দেখবে।

**করোনায় গড়ি বনায়ন: চির সবুজে-সজীবে আবাহন–** প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে এই মহতী উদ্যোগ সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সমগ্র ইউনিয়নকে ১১টি সেক্টরে ৯৯টি ইউনিটে ৯টি সাবকমিটির সক্রিয় নির্দেশনায় ১,০০০ (এক হাজার) স্বেচ্ছাসেবীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সুশৃঙ্খল বিন্যাসের মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যকেন্দ্র, রাস্তা-ঘাট, জলাশয় (নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুর-ডোবা), পতিত জমি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মসজিদ-মন্দির, ঈদগাহ্-গোরস্থান, ওয়াক্ফ এস্টেট ও দেবোত্তর সম্পত্তি), সামাজিক সংগঠন, খেলার মাঠ, আবাদি জমি, সরকারি খাসজমি কিংবা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি– এরূপ ১১টি সেক্টরের আওতায় এবারের বর্ষা থেকে শুরু করে ৩বছরে বিভিন্ন জাতের ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) চারা রোপণের একটি পাইলটস্কিম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

**পুনশ্চ :** আমার বিরুদ্ধে আমার সহধর্মিণীর সবচেয়ে বড় অভিযোগ– আমি নাকি প্রায়শ ঘোরের মধ্যে থাকি। সত্যি বলতে কী, রাত বেশ গভীর হয়ে ওঠায় লেখাটি শেষ করতে গিয়ে আমি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের ঘোরে দেখতে পাই– বৃক্ষপ্রেমিক মানুষের ঢল নেমেছে আমার কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত হাইস্কুলের মাঠে। সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে নিজেকে বাঁচাতে। চির সবুজ-সজীবে আবাহনে **বনায়ন তহবিল** গঠনে সবাই সাধ্য মতো সহায়তা দানে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, হাইস্কুলের বিশাল খেলার মাঠ কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলে ছেয়ে গেছে! স্বপ্ন বাস্তবে ধরা দিক– এটি কার না প্রত্যাশা ? আমি এবার সবুজবেষ্টনি সৃজনে সম্ভাব্য বৃক্ষের একটি তালিকা উপস্থাপন করছি; আপনার পছন্দের কোনো একটি চারা এখানে পেয়েও যেতে পারেন।

**আব্বাসউদ্দিন আহমেদ**

### বনায়নে বৃক্ষবিভাজন

| সেক্টর | বনজ (৩৫%) | ফলদ (৪০%) | ভেষজ (১৫%) | বাহারি ফুল (১০%) |
|---|---|---|---|---|
| শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান | চন্দন-দেবদারু-শাল | আমলকি-জামরুল পেয়ারা | অর্জুন-তুলসি -নিম- মেহেদি | কদম- গোলাপ-বেলি |
| বাণিজ্যকেন্দ্র | মেহগনি-শাল ইপিল ইপিল | কাঁঠাল-পেঁপে-লেবু | আদা-কালোজিরা তেজপাতা-রাঁধুনি | গাঁদা-চাঁপা-পারুল |
| রাস্তা-ঘাট | লাটিম-সজিনা-তমাল | তাল-লট্কন-খেজুর | উলটকম্বল-জাফরান-তেলাকুচা-বাসক | বকুল-রক্তজবা-মহুয়া |
| জলাশয় | জারুল-হিজল কেওড়া | খেজুর-যজ্ঞডুমুর গাব | অশ্বগন্ধা-চিরতা -নাটা-পুদিনা | রঙ্গন-শিউলি-টগর |
| পতিত জমি | ইপিল ইপিল-রয়না শিশু | গাব-তেঁতুল-আমড়া | অপরাজিতা-অশ্বত্থ-একাঙ্গী-থানকুনি | কনক- মহুয়া-পলাশ |
| ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | কেওড়া-ড্রাগন নারিকেল | আমড়া-ডালিম কামরাঙা | কালমেঘ-পাথরকুচি বহেড়া-মেথি | পলাশ-বেলি-মালতি |
| সামাজিক সংগঠন | নারিকেল-শিশু ছাতিম | কামরাঙা-লেবু-কাঁঠাল | অশোক-আগর গোলম-রিচ-বিলিম্বি | চামেলি-পারুল-কামিনী |
| খেলার মাঠ | কৃষ্ণচূড়া-২হিজল ইউক্যালিপ্টাস | জাম-বাতাবি লেবু-আম | ধুন্দল-শতমূলী সর্পগন্ধা-সোমরাজ | কেয়া-মোরগফুল-রক্তজবা |
| আবাদি জমি | ছাতিম-বাবলা-সজিনা | আম-পেয়ারা-চালতা | ঘৃতকুমারী-লবঙ্গ হরিতকি-হাড়জোড়া | মালতি-সূর্যমুখী-কদম |
| সরকারি খাসজমি | শিমুল-শেওড়া-বাবলা | চালতা-শরিফা-বেল | কন্টিকারি-ব্রাহ্মী ভৃঙ্গরাজ-শিরীষ | টগর-কামিনী-গাঁদা |
| ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি | পাম-বট-ড্রাগন | বেল-লিচু-লট্কন | অনন্তমূল-দারুচিনি লজ্জাবতী-সোনালু | করবী-মাধবী-গোলাপ |

## বঙ্গবন্ধুর জীবনে সুর ও ছন্দের ঝংকার

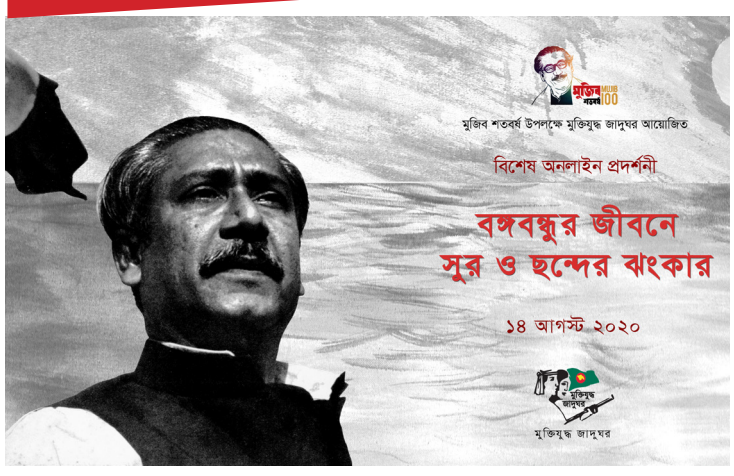


মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ ও প্রদর্শনী টিমের নিবেদন **'বঙ্গবন্ধুর জীবনে সুর ও ছন্দের ঝংকার'** শীর্ষক অনলাইন প্রদর্শনী। কিশোর বয়সেই কবিতা ও গানের সাথে পরিচয় ঘটে শেখ মুজিবের। তাঁর রাজনৈতিক জীবন পরিক্রমায় নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে বাংলার শিল্পীদের সাথে। তাঁদের অনেকের গান বঙ্গবন্ধুর জীবনকে যেমন পূর্ণ করেছে তেমনি তিনি অনেকের গানের অনুপ্রেরণা হয়েছেন। আমরা তাঁর রাজনৈতিক জীবন এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরব পদচারণা দেখেছি। কিন্তু তিনি কতটা শিল্পমনা এবং ঐতিহ্যপ্রেমী ছিলেন সেদিকটা অনেকটাই লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। শিল্পীদের সাথে বঙ্গবন্ধুর নিবিড় সম্পর্ক তুলে ধরতে এই ভিন্ন ধারার উপস্থাপনা। ১৪ আগস্ট ২০২০ ইউটিউব ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা শেয়ার করা হয়। একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক । উদ্বোধনী বার্তা ও অনলাইন প্রদর্শনীর লিংকটি এখানে দেয়া হলো-

প্রদর্শনী উদ্বোধন বার্তা লিংক: https://youtu.be/YCQ3Kk-Njtg

প্রদর্শনী লিংক: https://youtu.be/ntoO_D6vefM

সকলকে প্রদর্শনী দেখবার এবং ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করবার আমন্ত্রণ রইলো।

A Tribute to Tajuddin Ahmed

# জয় আমাদের কব্জায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তাজউদ্দিন আহমদের জন্ম ২৩ জুলাই ১৯২৫। প্রতিবছর জন্মবার্ষিকীতে এই নেতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে। ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে তাজউদ্দিন আহমদের ৯৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয় করোনাকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতে। এই উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর রেডিও স্বাধীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যাগে 'জয় আমাদের কব্জায়' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং রেডিও স্বাধীন-এর ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

ব্যাতিক্রমী এই আয়োজনে তাজউদ্দিন আহমেদের জীবন ও কর্মের নানা অজানা দিক যেমন উঠে আসে তেমনি বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাজউদ্দিন আহমদের অসীম শ্রদ্ধা, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি একনিষ্ঠতা এবং তাজউদ্দিনের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আস্থার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, বাঙালির স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে যাত্রাপথ তার প্রতিটি পর্বে বঙ্গবন্ধুর পাশে তাজউদ্দিন আহমদকে দেখা যায়। তিনি বলেন এই যুগলবন্দি বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছে, স্বাধীনতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য দেশকে প্রস্তুত করেছে। তাজউদ্দিন আহমদের জীবন ও কর্মকে ডা. সারওয়ার আলী তিনটি পর্বে বিশ্লেষণ করেন, প্রথম পর্ব : পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে বাঙালির অধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রতিটি পর্ব, ৫৪ এর নির্বাচন থেকে ৬৬ তে দফা, ৬৯-এর গণ আন্দোলন এমনকি ৭ই

মার্চের ভাষণ প্রদানের সময়ও বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ ৬৬-এর মার্চে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তাজউদ্দিন আহমদ হলেন সাধারণ সম্পাদক। দ্বিতীয় পর্বটি শুরু হয় ২৫ মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে তাঁর নির্দেশিত পথে মুক্তিযুদ্ধকালিন সরকারের নেতৃত্ব দান। বিদেশের মাটিতে অত্যন্ত বৈরি পরিবেশে তিনি এই নেতৃত্ব দেন। এসব কিছু মোকাবেলা করে তিনি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তৃতীয় পর্বটি স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে। বিজয় অর্জনের ছয় মাস পরেই প্রথম বাজেট বক্তৃ তাতেই তিনি স্বনির্ভর, বিদেশী সাহায্যমুক্ত দেশ গড়ার

কথা বলেন। ৭৫-এর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড না ঘটলে তেমন দেশ অর্জন করা সম্ভব হতো বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দিন আহমদ উভয়েই নির্লোভ, স্বাধীনতা ব্যকুল মানুষ ছিলেন। আজকে তাদের এই নির্লোভ অবস্থানটি অনুকরনীয় হতে পারে। তাজউদ্দিন আহমদের কন্যা সাংসদ মিমিন হোসেন রিমি আয়োজনের শিরোনামটি উল্লেখ করে শুরুতেই বলেন যে, এই শিরোনামটি ৭১ কেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধুর যেমন বজ্রকঠিন উচ্চারণ ঠিক সেই মুষ্ঠিবদ্ধ হাত আর বজ্রকঠিন উচ্চারণই ধ্বনিত হয়েছিল তাজউদ্দিন আহমদের কণ্ঠে 'জয় আমাদের কব্জায়' বক্তব্যে। সিমিন হোসেন বলেন সুশৃংখল জীবনযাপনকারী তাউদ্দিনের জীবনের ঘটনাবলী দেখলেই মনে হয় যে, তরুন বয়স থেকেই তার লক্ষ্য ছিল মানুষের জন্য কিছু একটা করা, সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই চলছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু যখন সোনার বাংলার চিত্র তুলে ধরেন, যে সোনার বাংলায় মানুষের মুক্তি আসবে, সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে, গড়ে উঠবে পরিপুর্ণ একটি বাংলাদেশ, তখন তাজউদ্দিন আহমদ পরিপূর্ণ বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরনে নিয়োজিত হলেন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। তিনি বলেন স্বাধীনতা অর্জন একটি বিশাল প্রস্তুতির বিষয় ছিল, এর চূড়ান্ত পর্বে আন্তর্জাতিক বিশ্বকে বাংলাদেশের পক্ষে নেয়া, বিদেশের মাটিতে বসে নিজেদের আত্মসম্মানকে উচ্চমর্যাদা দিয়ে, অসামান্য কূটনৈতিক নৈপূণ্য দেখিয়ে, সঠিক মানুষকে সঠিক দায়িত্ব দিয়ে তিনি বিজয় অর্জন করেছেন।

সিমিন হোসেন রিমির বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাজউদ্দিন আহমদের সম্পর্ক নিয়ে। তিনি উল্লেখ করেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় তাজউদ্দিন আহমেদের অফিস রুমে একটি চেয়ার ছিল যাতে তাজউদ্দিন আহমেদ নিজে বসতেন, আর টেবিলের মাঝ বরাবর একটি চেয়ার ছিল যে চেয়ারটিতে তিনি নিজেও বসতেন না এবং অন্য কাউকে বসতে দিতেন না। উনি মনে করতেন এটি বঙ্গবন্ধুর চেয়ার। চেয়ারটি তিনি মাঝে মাঝে নিজ হাতে পরিস্কার করে রাখতেন। ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর তাজউদ্দিন আহমদ প্রথমে গৃহবন্দি হন এবং পরে তাকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জেলখানায় তার পরিবার মাত্র তিন বার তার সাথে দেখা করবার সুযোগ পায়। শেষ দেখাটি হয় অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। তখন তিনি পরিবারকে বলেন যে, আমাদেরকে আর বাঁচিয়ে রাখবে না, আমি মুজিব ভাইকে স্বপ্নে দেখেছি, মুজিব ভাই আমাকে বলছেন তাজউদ্দিন তোমাকে ছাড়া ভালো লাগে না, তুমি চলে আসো। এটি বলে অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তিনি ফেরত যান। এতটাই আত্মিক বন্ধন ছিল তাদের মধ্যে।

অনুষ্ঠানটির সূচনা হয় মিতা হকের কণ্ঠে 'আপনি অবশ হলে তবে বল দিবি তুই কারে'' গানটির মধ্য দিয়ে। তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরির নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন শারমিন শরীফা টুম্পা, একাত্তরে

তাজউদ্দিন আহমদের বিভিন্ন বক্তৃতার অংশ পাঠ করেন রোকসানা গুলশান কাকলী, মো. মাহফুজ বিন ওয়াহাব তাজউদ্দিন আহমদের প্রথম বাজেট বক্তৃতার অংশবিশেষ পাঠ করেন। শামসুর রহমানের ' তোমাকে পাবার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতাটি আবৃত্তি করেন ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় মিতা হকের কণ্ঠে 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে নুতন জনম দাওহে' গানের মধ্য দিয়ে।

## ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর

২৭ জুলাই ২০২০, সোমবার সকাল এগারটায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সচিব, তপন কান্তি ঘোষ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ ছাড়া জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের পক্ষে মহাপরিচালক মো: জহুরুল ইসলাম রোহেল, অতিরিক্ত সচিব এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: ইফতেখারুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সকল দপ্তর/সংস্থাসমূহের এপিএ টিমের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও টিম প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

# বজলুর রহমান স্মৃতি পদক ২০১৯

পাকিস্তান আমলে সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত বজলুর রহমান তার কর্মজীবনে প্রধানত সাংবাদিকতাকে অবলম্বন করে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্র দৈনিক সংবাদের আমৃত্যু সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধ পূর্বাকালে সাপ্তাহিক একতার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক। তার আকস্মিক প্রয়াণের পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার পরিবারের সহায়তায় ২০০৯ সালে এই স্মৃতিপদক প্রবর্তন করে। বিগত দিনগুলিতে এই অনুষ্ঠান অনেক বড় পরিসরে বড় মিলনায়তনে হয়েছে এবং বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রথানমন্ত্রী ও মাননীয় স্পিকার সবসময় এই পদক প্রদান করে আসছেন। এই বছর কোভিড ১৯ বা করোনা পরিস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পদক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জুরি বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রধান অতিথি হিসাবে জুম লিংকে যুক্ত হন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী। সূচনা বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের বলেন, গত মার্চ মাসের শেষে বাস্তব প্রেক্ষাপট মেনে নিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদঘর। বিঘ্ন ঘটেছিল মুজিববর্ষ উপলক্ষে পরিকল্পিত আয়োজন। তবে খুব দ্রুত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নিয়ে তার কার্যক্রম এগিয়ে নেবার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে বেছে নেয়। ইতিমধ্যে সাফল্যের সংগে অনলাইনে বিভিন্ন

ওয়েবিনার, প্রদর্শনীসহ লাইভ অনুষ্ঠান, রেডিও ও ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে আয়োজন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের আয়োজন।

সারা যাকের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিশেষ করে প্রয়াত বজলুর রহমানের স্ত্রী মাননীয় এমপি বেগম মতিয়া চৌধুরীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। বজলুর রহমানের পরিবার ও বন্ধুরা এ দায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উপর অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে সম্মানিত করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে বিশিষ্টজনের সমন্বয়ে গঠিত জুরি বোর্ড, যার সভাপতিত্ব আছেন অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, তারা যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন সে জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

এবছর প্রিন্ট মিডিয়ায় পুরস্কার বিজয়ী হন ইজাজ আহমদ মিলন স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক মুক্ত সংবাদ, গাজীপুর।

মুক্তিযুদ্ধকালে ১৯৭১ সালের ১৪ মে গাজীপুরের বাড়িয়া এলাকার গণহত্যা নিয়ে "১৯৭১ বিধ্বস্ত বাড়িয়ায় শুধুই লাশ"শীর্ষক ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে ১৮ পর্বে ২৫ জুলাই থেকে ১৮ আগস্ট ২০১৯ গাজীপুরের স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা দৈনিক মুক্ত সংবাদে প্রকাশিত প্রতিবেদনের জস্য জুরী বোর্ড বিজয়ী ঘোষনা করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বজলুর রহমান স্মৃতি পদক ২০১৯ বিজয়ী হন জি এম ফয়সাল আলম, বিশেষ প্রতিনিধি অপরাধ ও অনুসন্ধান বিভাগ চ্যানেল ২৪। মুক্তিযুদ্ধ কালে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তক নির্মম হত্যাযজ্ঞের অজানা ইতিহাস নিয়ে চ্যানেল ২৪ এ অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান সার্চলাইটে অজানা গণহত্যা শিরোনামে প্রথম পর্ব ৩০ আগস্ট ২০১৯ এবং অজানা ইতিহাস গণহত্যা ফলোআপ শিরোনামে দ্বিতীয় পর্ব ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রচারিত প্রতিবেদনের জন্য জুরি বোর্ড তাকে এই পদকে ভূষিত করেছেন।

জুম লিংকে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় স্পীকার বলেন, আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই করোনাকালীণ এ সংকটময় সময়েও তারা তাদের কাজগুলো অব্যাহত রেখেছেন এবং ২০১৯ সালের পদক প্রদানের আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন অত্যন্ত সফলভাবে করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার একটু ব্যতিক্রমধর্মী এবং ভিন্নধর্মী প্রয়াস ও একটি উদ্যোগ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পদক প্রদানের চিন্তাটিও অনন্য। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের এক গৌরব উজ্বল অধ্যায়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালী জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ এ আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের এই গৌরব গাঁথা অর্জন। এই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় যারা কাজ করছেন তারা জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। কাজেই এই বিষয় ভিত্তিক সাংবাদিকতায় পদক প্রদান যে চিন্তা প্রসুত সেই চিন্তাকেও আমি অভিনন্দন জানাই এবং আমি বেগম মতিয়া চৌধূরী সহ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যারা এই পদক প্রদানের সাথে যুক্ত রয়েছেন তাদের সকলকেও বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাতে চাই।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের টাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য বৃন্দদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই যে মুক্তিযুদ্ধ আমরা করেছি, মুক্তিযুদ্ধের একটি মূহূর্ত বিলম্ব না করে যখন যেই কাজটি করা প্রয়োজন ছিল সেই কাজটি করেছেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা। সেই কারণে সংক্ষিপ্ত সময়ে নয় মাস এগার দিনের মাথায় আমরা বিজয় অর্জন করেছি। আজকে করোনার নানা ধরনের সংকটের মাঝে আছি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতা এবং তার পুরস্কার এটি বিলম্বিত করা যায়না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার স্বার্থে প্রতীকী হলেও এটি অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। সেই কারণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য এবং এটি একটি অত্যন্ত পরিকল্পনীয় কাজ, সে জন্য আমি তাদের কে অভিনন্দন জানাই।

জি এম ফয়সাল আলম এবং ইজাজ আহমেদ মিলন দুজনেই তাদের অনুভুতি প্রকাশ করে বলেন, যে কোন পুরস্কার কাজের অনুপ্রেরণা জোগায়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে তারা যে শ্রম দিয়েছেন সেটি পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করলো। ভবিষ্যতে তারা আরো দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলেও জানান।

# CSGJ Online Certificate Course on Genocide and Justice

Center for the Study of Genocide and Justice, Liberation War Museum is pleased to arrange its month-long certificate course on genocide and justice online. Commencing from 07 August 2020, this course offers a number of interesting sessions where the speakers from home and abroad shall be discussing about the ongoing conflicts, historical backgrounds of international crimes, transitional justice etc. The speakers of abroad include Dr. Ahrar Ahmed (USA), Dr. M Sanjeeb Hossain (UK), HarunoNakashiba (UNHCR), Dr. Theresa De Langis (USA), Dr. Tomasz Lachowski (Poland), Patrick Burgess (Australia), Irene Victoria Massimino (Argentina), Wayne Jordash (Netherlands).

In total 40 Bangladeshi participants (university students and young professionals) are attending the course. The month-long certificate course is held online (using Zoom platform) on each Friday and Saturday afternoon. The course shall end on 30 August 2020.

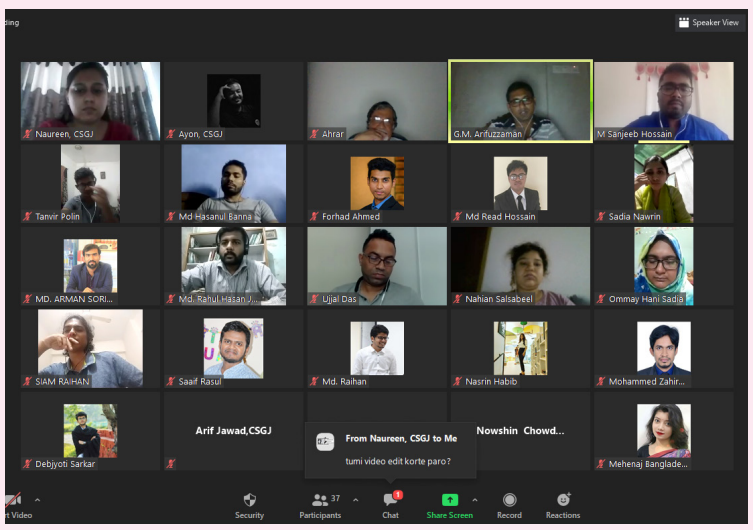

# অতিথিদের মন্তব্য

On behalf of my delegation and indeed as my own behalf, I wish to express our sincere and proformed gratitude to the great people of this great nation and management of this museum for preserving this rich History of the Liberation War by the Bangladesh Heroes. We have learned a lot during the well conducted tour. Through the narrations by the conducting lady. We have vividly sees how much suffering was endored and amounts of blood shed during the liberation war.
All was not in vain, As the people of Bangladesh are now enjoining the fruits of the courage and patriotism of the heroes. We urge the people of Bangladesh to preserve this rich history for the generation yet to come. As we go back to Zambia, we wish the people of this great nation god's blessings and bright future.

**Zambia Army Commander**
Lt. Gen William M. Sikazwe and His Delegagion
17 Feb, 2020

Very inspiring history chronicled. Bangladesh became reality because of fighting people of Bangladesh, Mujibur Rahman's leadership, Indian stood solidly with the People.
We have memories of this war of independence of Bangladesh as we were leading student movement in colleges and collected contribution for Bangladesh.

**Prakash Javadekar**
Minister for environment, forest & climate change

Such a moving, inspirational experience – you've brought the extraordinary history of the remarkable Bangladeshis people to life in these galleries. Thank you for shining a bright light on the power of the people of Bangladesh in the face of genocide.

**Elizabeth Silkes**
August 8, 2019

The world may not officially recogmaize the genocide of the Bangladeshi people, but the museum is a powerful experience in truth telling. The strength, resilience & dedication of the Bangladesh people in the struggle for freedom is an inspiration to marginaliged people the world round. Continue shining your flame of hope.

**Ereshnee Naidu**

A unique and truly gratifying visit. The fight of a people against such blatant oppresion, the triumph over such dismal circumstances. It was driren home to me of how we must not be docile and accept but we must rise and fight, with heart and soul to overcome.
My thanks to the amazing staff present to guide us. Not only an informative but truly enjoyable visit.
I wish you all success for future

**Ms. Mawess Gabriel**
Principle Information and Communication Officer
Department of the blue Economy
Seychelles

# জল্লাদখানা স্মৃতিপীঠ : মন্তব্য

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমার বয়স ৫৫, বিগত ৪০ বৎসর যাবৎ মিরপুরে বসবাস করছি। বধ্যভূমি বাহির থেকে দেখেছি, ভিতরে ঢোকার সাহস করিনি। আজ বধ্যভূমির ভিতরে ঢুকে নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি, অঝোরে কান্না বেরিয়ে আসছিল। কারণ আমার মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন ছিল, কি অপরাধে আমার মা, বোন, ভাই বাবাকে ওরা মারলো? কেন?
আমি কেন যে ভেতওে ঢুকলাম, না ঢুকলেই বোধহয় ভাল হতো, কারন এই দুঃস্বপ্ন কাটতে অথবা স্মৃতিগুলো মুছতে আমার অনেক দিন সময় লাগবে। শহীদদের প্রতি দোয়া ও আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

মো: মোস্তফা কামাল, পল্লবী, মিরপুর-ঢাকা-১২১৬

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানের করাচিতে মুসলিম কলোনীতে আমার পরিবার সহ ওয়ার প্রিজনার হিসাবে বন্দি ছিলাম, তখন পাকিস্তান থেকে মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছি, ৩০ লক্ষ লোকের শহীদ হওয়ার কথা শুনেছি, পাকিস্তানী রাজাকারদের অত্যাচারের কথা শুনেছি, আজ এই জল্লাদখানায় এসে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।
নিরীহ মানুষের উপর দালাল রাজাকাররা এভাবে মানুষকে হত্যঅ করতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি। ঘৃণা করছি মানুষ খুনি কসাই কাদের মোল্লাকে ও তাদের দোসরদের যাদেও সহযোগিতায় নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করা হয়ে ছিল। সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা।

**মো: মাহাবুবুর রহমান (কিশোর)**

# নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের মন্তব্য

*"আপনার লয়ে বিব্রত রহিতে/আসে নাই কেহ অবনী পরে।/সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"*
মানব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার অনুপ্রেরনা দানকারী সময়োযোগী ই-নিউজ লেটার প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নৈতিক ও সামাজিক গুনাবলী অর্জন, অত্মনির্ভরশীল, সু-শৃংঙ্খল, দেশপ্রেমিক, সুনাগরিক গড়ে তোলা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে করোনা-কালীন সময়ে এই ই-নিউজ লেটার প্রকাশ একটি যুগান্তকারী সময়োপযোগী পদক্ষেপ। বর্তমান সময়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচিভূক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, নেটওয়ার্ক শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী ই-নিউজ লেটার অনলাইন পত্রিকার মাধ্যমে তাদের মনের ভিতর লুকিয়ে থাকা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকাশিত করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত করা যেতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই অনলাইন ই-নিউজ লেটারের পরিধি আরো বেগবান হবে।

**হারুন-অর-রশিদ**
সহকারি শিক্ষক, ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়,

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের বড় একটা প্লাটফরম। যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের অনেকের সংশ্লিষ্টতা আছে। আর এই প্লাটফমের সদস্য হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ইতিহাসের স্মারক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে যথাযথভাবে উপস্থাপন। আমাদের নতুন প্রজন্ম বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ জয়লাভের কষ্টার্জিত কালজয়ী ঘটনাবহুল দিন গুলোর কথা এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তার মাধ্যমে স্মৃতি সংরক্ষণসহ বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা এমন অবয়ব নিয়ে এসেছে যাতে নতুন বাংলাদেশের গন্ধ নতুন উন্মাদনা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মসহ সবাইকে উজ্জবীত করবে। সময় পরিবেশ ও পরিস্থিতি যেমন একটি সমাজকে বদলে দেয়, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা তেমনি নতুন প্রজন্মকে জানার আগ্রহ ও মেধার উন্মেষ ঘটাবে, যা সময়োচিত ও অভিনন্দন যোগ্য বটে।
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা যেহেতু অনলাইন ভার্সন, তাই সেই জাদুঘর বার্তার মাধ্যমে অনলাইনেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেখানে পুরস্কার থাকতে হবে। ক্যাটাগরি ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় যেন সবাই অংশ নিতে পারে (শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ সকলেই) তাহলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কলেবর বৃত্তি পাবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া ও সকলের কাছে নিয়মিত লেখা আহ্বান করতে হবে এবং সেগুলো প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

**এ টি এম ফরহাদ রেজা**
নেটওয়ার্ক শিক্ষক
বালিয়াডাঙ্গা দারুস সুন্নাত ফাজিল মাদরাসা,চাঁপাইনবাবগঞ্জ

কি অসাধারণ প্রকাশনা। পরিপাটি, গোছালো সেটআপ, গেটআপ সর্বোপরি প্রেজেন্টেশন সব মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা যেন একখণ্ড বাংলাদেশ। কেবল বাংলাদেশই নয় আন্তর্জাতিক বিশ্বে এই বার্তাই আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের স্মারক। এই প্রকাশনার মাধ্যমে খুব সহজেই নিজের অস্তিত্বকে জানা যায়। সমৃদ্ধ হই নিজে এবং নিজ পরিবার। আমার সন্তান যে কি না আগামীর বাংলাদেশ, তাকে এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তার মাধ্যমে দেশজ মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করবার মধ্য দিয়ে তৈরি করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বার্তা প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিবাদন।

**জালাল উদ্দিন রুমি**
**সহকারী অধ্যাপক,জহুরচাঁন বিবি মহিলা কলেজ**

আপনাদের সবার জন্য শুভ কামনা করছি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আর বাঙালির মুক্তিচেতনা মিশে যাচ্ছে একাকার হয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও প্রজন্মের মেলবন্ধনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে ভূমিকা রাখছে তা জাতির ইতিহাসেরই অংশ হয়ে থাকবে ভবিতবে জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বৈশ্বিক মহামারী করোনার এই দুর্যোগকালেও শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং মানবাধিকার ও শান্তি-সম্প্রীতির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধকরণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা প্রকাশের উদ্যোগ সত্যিই প্রসংশার যোগ্য আমরা পাশে আছি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারের সদস্য হয়ে সর্বোপরী অন্যান্য ট্রাস্টি মহোদয় ও সকল সদস্যের নিরোগ শান্তিময় জীবন কামনা করছি কল্যাণ কামনা করছি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর।

**পথিক মোস্তফা**
গবেষক ও প্রভাষক
সরকারি শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রী কলেজ
আগৈলঝাড়া, বরিশাল

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তার প্রকাশনাটি দেখলাম ও আদ্যোপান্ত পড়লাম। গুণগতও পরিমাণগত দুইদিক দিয়ে বুলেটিনটি সৌন্দর্য ও সৌকর্যে অনন্য ও অনবদ্য। এর অবয়ব সর্বাংশে পছন্দনীয়। লেখা নির্বাচনে ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন সম্পাদনার কাজে দায়িত্ব শীলগণ। বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধে বিজয়, সেই বিজয়ের গৌরবান্বিত ইতিহাস সংরক্ষণে ও তা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার মান সে সার্বিক কার্যক্রমের মুখপত্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা একটি আলোকিত বিরল প্রকাশনা। আমি সাতক্ষীরা জেলার নেটওয়ার্ক শিক্ষক হিসেবে এই প্রকাশনা নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা প্রত্যাশা করছি।

**গাজী মোমিন উদ্দীন**
সহকারী শিক্ষক, সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

# অন লাইনে হিরোশিমা দিবস পালিত

হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে অনলাইনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল মিউজিয়াম দুর্যোগ পেরিয়ে ভবিষ্যতের পথে শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজন করে, এ উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ জাপানী রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি ভিডিও বার্তা প্রেরণ করেন। ৫ আগস্ট নিম্নের লিংকসমূহে প্রদর্শনী দেখা যাচ্ছে।

প্রদর্শনী (বাংলা) লিংক : https://www.youtube.com/watch?v=2W2asLc85cY&feature=youtu.be

প্রদর্শনী (ইংরেজি ভার্সন) লিংক : https://www.youtube.com/watch?v=UB3GGDxYnks&feature=youtu.be

জাপানী রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য : https://www.youtube.com/watch?v=vIrkyePLtfM&feature=youtu.be

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আহ্বানে এবার করোনাকালে ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ ঘরে বসে সাদা সারস তৈরি করে ঝুলিয়ে দেয় তাদের পড়ার জায়গা, বারান্দা, আঙ্গিনা বা ছাদে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বালিয়াডাঙ্গা দারুস সুন্নাত ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা থেকে অধ্যক্ষ মো: আব্দুল মান্নান তার ধন্যবাদ পত্রে জানান, "বর্তমানে সারা পৃথিবীতে নানা রকম অশান্তি বিরাজমান। আমাদের সকলের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, লিঙ্গ, বয়সভেদে, বৈশ্বিক, জাতীয়, আঞ্চলিক সর্বক্ষেত্রে মহান সেতুবন্ধন গড়ে তোলা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। আপনাদের প্রেরিত ইমেইলের প্রাপ্ত লিংক থেকে অনলাইন প্রদর্শনী দেখে আমাদের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ দারুণ খুশি ও অভিভূত হয়েছি। এছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলীনগর উচ্চ বিদ্যালয়, সেনাপল্লী উচ্চ বিদ্যাল, ভাষানটেক স্কুল এন্ড কলেজ, ভাষানটেক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনম্যান্ট পাবলিক স্কুল, আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়-এর ছাত্রছাত্রীরাও এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

উপরের লিংক ক্লিক করে প্রদর্শনী দেখা ও অন্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য অনুরোধ রইলো।

## করোনাকালীন কর্মব্যস্ত জাদুঘর কর্মী

পুরো আগস্ট মাস জুড়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর স্মরণানুষ্ঠানের কাজে জাদুঘর কর্মীরা। বঙ্গবন্ধু বিষয়ক অনলাইন এক্সিবিসন তৈরি করছে ডিসপ্লে এবং আর্কাইভস টিম, বিশেষ অনলাইন আয়োজনে শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র। বিশেষ সংখ্যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তার গ্রাফিক্সের কাজ চলছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com, ওয়েব : www.liberationwarmuseumbd.org